বঙ্গ কমলবার্তা

সংখ্যা-মে। সাল-২০২৬

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য

বাংলায় গেরুয়া ঝড়

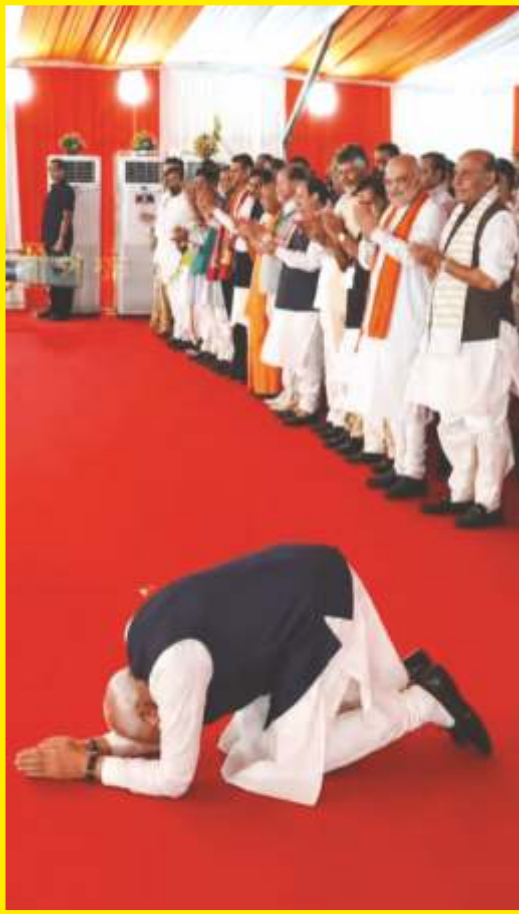

পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে নতজানু প্রণাম প্রধানমন্ত্রীর

শপথ নিল ভরসার সরকার। শপথ নিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকার।

বঙ্গ
কমলবার্তা
মে সংখ্যা। ২০২৬

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য ৪
পুলক নারায়ণ ধর

শেষ হল তৃণমূলের অমানুষিক নির্যাতন, খুন-ধর্ষণ আর দুর্নীতির অধ্যায় বাংলায় এবার বিজেপির ভরসার সরকার ৮
জয়ন্ত গুহ

এই বিপুল জয় শুধু এবং শুধুমাত্র হিন্দু একতার ফল ১০
অভিরূপ ঘোষ

বাংলার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ মেরুকরণ না কি বাস্তবতার উন্মোচন? ১৩
গৌতম ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের প্রচণ্ড বিজয়বার্তা শেষে এবার বিজেপির মিশন কেরালা বিজয় ১৫
সোমনাথ গোস্বামী

ছবিতে খবর ১৮

সংখ্যা ও তথ্যে ভোটের ফলাফল ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২৪

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, সৌভিক দত্ত, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

প্রচণ্ড বিজয় এবং বিজয়ীর কাছে মাথা নত করতে হয়। শ্রদ্ধায় নত হতে হয়। হাসিমুখে মেনে নিতে হয় ভীষণ পরাজয়। রাজার মত মহান যে নীতি সেই রাজনীতিতে এটাই দস্তুর।

এই নত হওয়া অগৌরবের নয়। কেননা মানুষের রায় মেনে নিয়ে নত হওয়াই ভদ্রতা। জয়-পরাজয়ে অবিচল থাকার জন্য অবান্তর নির্লজ্জ জেদ নয়। প্রয়োজন একটা জীবনবোধের। সহজ বাংলায় সেই কবে শিখিয়ে গেছে বোরোলিন- জীবনের নানা ওঠাপড়া যাতে সহজে গায়ে না লাগে···আহা।

১৫ বছর সময় পেয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কালীঘাটের ব্রাহ্মণকন্যা। হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা-য় সময় বইয়ে না দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত, পলাশীর যুদ্ধ বা কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই থেকে যুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধের শিক্ষা নিতে পারতেন। উনি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন যে উনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সে রাজ্যে উনি এবং ওনার ভাইপোর অনর্গল হুমকি আর ক্ষমতার আস্ফালন বাংলায় বাঙালীর কাছে নিতান্তই বাচালতা ছাড়া আর কিছু নয়।

যে বাংলায় বন্দেমাতরমের মত শুধু একটি বীজমন্ত্র প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশের বুকে কাঁপন ধরায়, যে বাংলায় এখনও স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা শুনে ধমনীতে রক্ত ছোটে একশো মাইল বেগে সে বাংলায় জাহাঙ্গীরদের হুমকি নিত্যকার পূজার থালায় বাতাসা চেটে বেঁচে থাকা কালো পিঁপড়ের মত অসহায়। "নির্বাচনের পর ফলতায় অনেকগুলো শ্মশান বানিয়ে দেব" বলে হুমকি দিয়েছিল দুর্বিনীত এক বালক। অভিষেক ব্যানার্জি। বালক বোঝেনি, ততক্ষণে বাংলার মানুষ ঠিক করে ফেলেছে "স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই"।

বালক বোঝেনি, এ বাংলা অকুতোভয় বাঘা যতীনের বাংলা। এ বাংলায় ঋষি অরবিন্দ আমাদের শিখিয়েছেন, ভারত আমার মাতৃভূমি আর জাতীয়তাবাদ হল মানুষের অন্তরে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক চেতনার জাগরণ। সেই জাগরণই ঘটেছে শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গে। সেই জাগরণেই গেরুয়া ঝড়। হুমকি-আস্ফালন-ভেদাভেদ নয়, গেরুয়া ত্যাগ-তিতিক্ষা-ত্যাগের প্রতীক। গেরুয়াই বাংলায় আবহমান কাল ধরে বয়ে চলা স্বাভাবিক সংস্কৃতি।

সেই বাংলায় ২৫শে বৈশাখ প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুজনেই সর্বপ্রথমে নতমস্তক প্রণাম জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সঙ্গেসঙ্গেই যেন পরিষ্কার হয়ে গেল ভয়মুক্ত ভরসার সরকারের আগামীদিনে পথ চলার মন্ত্র, ৮৯ বছর আগে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অনুরোধে যে গান বেঁধেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে গানের প্রথম দু লাইন দিয়ে ২০২১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতা শেষ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী- শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান/ সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন
এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মহাকাব্য

পুলক নারায়ণ ধর

যে মাটিতে জন্ম নিয়েছে ক্ষুদিরাম, নেতাজি, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ, সেই মাটি কখনও অন্যায় ও অধর্মের কাছে মাথা নত করে না। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই বাংলার আত্মা আহত হয়েছে, তখনই এই মাটি নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে। ২০২৬-এর নির্বাচন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়ের সন্ধান, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই জনাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলার মানুষ অন্যায়, দুর্নীতি ও ভয়কে চিরকাল মেনে নেয় না।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নির্বাচন কেবলমাত্র সরকার পরিবর্তনের ঘটনা নয়; এটি ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণ, এক সামাজিক ও মানসিক নবজাগরণের সূচনা। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে রাজনৈতিক হিংসা, ভয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও তোষণের যে অন্ধকার বাংলার আকাশ ঢেকে রেখেছিল, ২০২৬-এর জনাদেশ সেই অন্ধকার ভেদ করে নতুন সূর্যের উদয়।

২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল, ২০২৬—এই দুই দফার ভোটগ্রহণ শেষে ৪ মে ফলাফল ঘোষণার দিন বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করল এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ভূমিকম্প। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ৮০টি আসনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, আর ভারতীয় জনতা পার্টি ২০৭টি আসনে বিজয় অর্জন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই ফলাফল ছিল কেবলমাত্র ভোটের পরিসংখ্যান নয়; এটি ছিল বাংলার কোটি কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের জমে থাকা বেদনা, ক্ষোভ ও আত্মমর্যাদাবোধের বিস্ফোরণ।

এই বিজয়ের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আত্মত্যাগ, স্বামী বিবেকানন্দের আত্মগৌরবের বাণী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম"- এর

অগ্নিসংগীত। বাংলার মানুষ যেন আবার স্মরণ করল—এই মাটি ভীরুদের নয়, এই মাটি চিরকালই বিপ্লব, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় চেতনার জন্মভূমি।

গত ৫০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন বহুবার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। কংগ্রেস আমলের অন্তিম পর্ব থেকে শুরু করে ৩৪ বছরের বাম শাসন এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল জমানায় "সায়েন্টিফিক রিগিং", রাজনৈতিক হত্যা, বিরোধীদের ঘরছাড়া করা এবং নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা যেন বাংলার এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারাতে বসেছিল যে ভোট দিয়েও পরিবর্তন সম্ভব।

কিন্তু ২০২৬ সালে সেই বিশ্বাস পুনর্জন্ম লাভ করে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর ও নিরপেক্ষ ভূমিকার ফলে বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার গ্রাম থেকে শহর—সর্বত্র সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিতে সক্ষম হয়। বহু জায়গায় স্থানীয় দুষ্কৃতী ও বাহুবলীদের নিষ্ক্রিয় করা হয়। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট, সন্ত্রাস—সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক দৃঢ়তা সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনে। এই নির্বাচন তাই বহু বিশ্লেষকের চোখে এক "রক্তপাতহীন গণঅভ্যুত্থান" হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

২০২৬- এর নির্বাচনে হিন্দু সমাজের অভূতপূর্ব ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। বহু সাধারণ মানুষের মতে, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক কিছু মন্তব্য ও রাজনৈতিক অবস্থান হিন্দু সমাজের মধ্যে গভীর নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার অনুভূতি তৈরি করেছিল। জাতি, বর্ণ, ভাষা ও আর্থিক বিভাজন ভুলে বহু মানুষ নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার প্রশ্নে একত্রিত হয়। এই ঐক্যই বিজেপির বিপুল জয়ের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে।

"জয় শ্রী রাম" ধ্বনিকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বহু মানুষের কাছে এটি কেবল একটি ধর্মীয় উচ্চারণ নয়, বরং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয়

শোভাযাত্রায় বাধা, উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক বিতর্ক এবং ভক্তদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাগুলি জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বাংলার মানুষ শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিক্রিয়ার জবাব দেয় ব্যালট বাক্সে।

তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন "বাঙালি আবেগ"কে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল এবং বিজেপিকে "বহিরাগত" হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে সেই কৌশল কার্যত ব্যর্থ হয়। বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করে যে বাঙালিত্ব এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একে অপরের পরিপূরক। ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিকতা, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার বাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমি বন্দনা এবং নেতাজির অগ্নিসংগ্রাম— সবই ভারতীয় চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার রাজনীতি তাই মানুষের হৃদয়ে আর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এই বিজয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের তীব্র ক্ষোভ। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন কেলেঙ্কারি, "কাট- মানি" সংস্কৃতি এবং একের পর এক তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি সাধারণ মানুষের মনে শাসকদলের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা তৈরি করেছিল। চাকরিপ্রার্থীদের অশ্রু, বেকার যুবকদের হতাশা এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনা এই নির্বাচনে এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

আরজিকর হাসপাতালে অভয়ার নৃশংস হত্যা কান্ড বাংলার আপামর জনসাধারণকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ঘৃণা এবং বিক্ষোভ সে সময়কার সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্রতার সৃষ্টি করেছিল তার ধাক্কা এসে পড়েছে এই নির্বাচনে। মানুষ ব্যালটের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তাদের মেয়েকে তারা ভোলেনি, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তারা ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করেছে।

সন্দেশখালি কাণ্ড বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ক্ষমতার ছত্রছায়ায় সাধারণ নারী ও গ্রামবাসীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হয়েছে। এই ঘটনাগুলি বাংলার মা-বোনেদের মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। ২০২৬-এর নির্বাচন তাই বহু নারীর কাছে ছিল মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এক নীরব প্রতিবাদ।

বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের কাছেও এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA) তাঁদের কাছে কেবল একটি আইন নয়, বরং আত্মমর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। মতুয়া সমাজসহ বিভিন্ন উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মায় যে তাঁদের বহুদিনের নাগরিকত্বের দাবি পূরণে বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও মানুষ পরিবর্তন চাইছিল। গত ১৫ বছরে বড় শিল্পের অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট এবং শিক্ষিত যুবকদের অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হওয়া বাংলার সমাজে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিল। বহু পরিবার ভেঙে গিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক জীবনের কষ্টে।

বিজেপির "সোনার বাংলা" এবং "ডাবল ইঞ্জিন সরকার"- এর প্রতিশ্রুতি তাই উন্নয়নকামী মানুষের কাছে নতুন আশার আলো হয়ে ওঠে।

২০২৬ সালের নির্বাচনের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)। বহু বছর ধরে অভিযোগ ছিল যে ভোটার তালিকায় ভুয়া নাম, মৃত ব্যক্তি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতি নির্বাচনী স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। এই সংশোধনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার ফলে নির্বাচনকে আরও নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ করার দাবি সামনে আসে। বিজেপি এই প্রক্রিয়াকে গণতন্ত্রের শুদ্ধিকরণ হিসেবে তুলে ধরে, আর বিরোধীরা এর সমালোচনা করে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি নির্বাচনের অন্যতম বড় রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হয়েছিল।

এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এক নতুন আবেগের জন্ম হয়। বহু মানুষের চোখে জল, মুখে "বন্দে মাতরম" ও "ভারত মাতা কি জয়"- এর ধ্বনি যেন এক নতুন আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষ অনুভব করতে শুরু করে যে দীর্ঘ অন্ধকারের পর বাংলার আকাশে নতুন ভোরের আলো ফুটেছে।

২০২৬-এর নির্বাচন তাই শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়ের সন্ধান, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই জনাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলার মানুষ অন্যায়, দুর্নীতি ও ভয়কে চিরকাল মেনে নেয় না। এই পরিবর্তনের অন্য আরেকটি দিক ও আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। যেভাবে তৃণমূল সরকার জিহাদী শক্তিকে পশ্চিমবঙ্গে জাগিয়ে তুলছিল এবং বাংলাদেশের জিহাদীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গ কে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল তা হিন্দু বাঙ্গালীর কাছে একটি ভয়ংকর অশনি সংকেত ছিল। ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা এবং তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দির ছবিই তাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিল। ২০২৬- এ নির্বাচন তাই হিন্দু বাঙালির কাছে আত্মরক্ষা এবং দেশ রক্ষার প্রতিজ্ঞা ছিল। এই নির্বাচন ছিল বাঙালি অস্মিতা শুধু নয় হিন্দু অস্মিতারও প্রসঙ্গ। এই নির্বাচন ছিল তাদের কাছে একটি plebiscite. দলমত নির্বিশেষে হিন্দু বাঙালির ভোট বিপুলভাবে বিজেপি দলের পক্ষে পড়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, যখনই বাংলার আত্মা আহত হয়েছে, তখনই এই মাটি নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়েছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন দিগন্তের সামনে দাঁড়িয়ে। সামনে রয়েছে বহু চ্যালেঞ্জ, বহু প্রত্যাশা। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচন বাংলার মানুষের মনে এই বিশ্বাস পুনর্জাগ্রত করেছে যে গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের ভোটে, সাহসে এবং আত্মমর্যাদাবোধে। বাংলার মাটি আবার যেন উচ্চারণ করছে—

যে মাটিতে জন্ম নিয়েছে ক্ষুদিরাম,
নেতাজি, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ,
সেই মাটি কখনও অন্যায় ও অধর্মের
কাছে মাথা নত করে না।

শেষ হল তৃণমূলের অমানুষিক নির্যাতন, খুন-ধর্ষণ আর দুর্নীতির অধ্যায়

বাংলায় এবার বিজেপির ভরসার সরকার

জয়ন্ত গুহ

আজ বিজেপি রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তৃণমূল জিতলে আজ বিজেপি কর্মীদের লাশের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তা বলে বিজেপিও হয়ে উঠবে তৃণমূলের মত, এটা প্রত্যাশিত নয়। রাজনৈতিক হিংসার সংস্কৃতি এ রাজ্যে বন্ধ করতেই হবে। এটা রাজ্য সভাপতিও চান। প্রধানমন্ত্রী- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও চান। এটাই বিজেপির সংস্কৃতি।

বিপুল সমর্থন নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির সরকার। এই জয়কে গেরুয়া ঝড় বললে অনেক কম বলা হয়। সুনামি বললেও ঠিকঠাক বলা হয়না। এ ছিল এক মহাপ্রলয়। তৃনমূলকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুর একত্রিত শক্তি। উড়িয়ে দিয়েছে বললেও ঠিক বলা হয়না। আসলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তৃনমূলকে। ভবানীপুর থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, কুচবিহার থেকে কলকাতা, পানিহাটি থেকে পান্ডবেশ্বর, আসানসোল থেকে বাগদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তৃনমূলকে।

ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূলের অসভ্যতাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তৃণমূলের নারী নির্যাতন আর খুন-ধর্ষনের জামাতি কালচারকে। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে প্রকাশ্য জনসভায় মমতা-অভিষেক-শাহজাহান- জাহাঙ্গীর- সিদ্দিকুল্লাদের দেশবিরোধী হুঙ্কারকে।

আক্ষেপ একটাই এই প্রচণ্ড জয় দেখে যেতে পারলেন না অনেকেই। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়- এমন বহু লোক আমাদের সংগঠনে ছিল যাদের দুবেলা ঠিকঠাক খাবার জোটেনি পার্টি করতে করতে। আক্ষেপ করে রাজ্য সভাপতি বলছেন, বীরভূমের শুধুমাত্র একটি বিধানসভায় ভারতীয় জনতা পার্টির ১২৫ জন মহিলা ধর্ষনের শিকার হয়েছিল। কিছুই করতে পারিনি আমরা সেইসময়। ২০১৬ থেকে আজ পর্যন্ত ৩১১ জন বিজেপি কর্মীকে খুন করে দিয়েছে। কিছুই করতে পারিনি আমরা। বলতে বলতে চোখে জল রাজ্য সভাপতির। আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছিলেন।

হওয়ারই তো কথা। সত্যিই তো এত এত মানুষ শুধু বিজেপি করার অপরাধে বেঘোরে প্রাণ দিল তৃণমূলের আক্রমণে। আজ তারা নেই। দেখে যেতে পারলেন না আজকের এই প্রচণ্ড বিজয়।

আজ রাজ্য জুড়ে এই গেরুয়া মহাপ্রলয় দেখে যেতে পারলেন না পুরুলিয়ার বলরামপুরের বিজেপি কর্মী ত্রিলোচন মাহাতো ও দুলাল কুমার। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর নৃশংসভাবে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুই তরতাজা তরুণ, দুই বিজেপি কর্মীকে। বলরামপুরের সুপুরডি গ্রামে বসবাস ছিল ত্রিলোচন মাহাতোর। ১৮ বছরের বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী। আর ৩০ বছরের দুলাল কুমার, বলরামপুরের ১৯৩ ডাভা-গোপলাডি ২ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি। দুজনেই ছিল বিজেপি অন্তপ্রাণ।

খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ত্রিলোচনের দেহ। খুনীরা তার টি-শার্টে লিখে রেখেছিল, "১৮ বছর বয়সে বিজেপির রাজনীতি। এবার তোর প্রাণ নীতি।" গাছের নিচে ছিল একটি পোস্টার। যাতে লেখা ছিল "বিজেপি করা, এবার বোঝা।"

তৃণমূল যে কতটা নৃশংস হতে পারে তার প্রমাণ, ত্রিলোচন হত্যার ৩ দিন বাদে বলরামপুরের ডাভা গ্রামের দুলাল কুমারের হত্যা। খুন করে দুলালের দেহ বলরামপুর-বাঘমুন্ডি সড়কপথে হাইটেনশন লাইনে (বিদ্যুতের খুঁটিতে) ঝুলিয়ে রেখেছিল খুনীরা।

বাঘমুন্ডির ডাভা গ্রামে বিচারের অপেক্ষায় শহীদ দুলাল কুমারের পরিবার।

বিচারের অপেক্ষায় শহীদ ত্রিলোচন মাহাতোর মূর্তির সামনে বাবা-মা।

২০১৮-র সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৭২.০৫ শতাংশ। সেটাও ছিল মে মাস। বিকেল পাঁচটার মধ্যে নির্বাচনী হিংসায় ৬ জেলা থেকে ১২ জনের মৃত্যুর খবর আসে। সন্ধ্যে সাতটায় রাজ্য পুলিশের ডিজিপি জানিয়েছিলেন, নির্বাচনী হিংসায় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। নির্বাচনের আগে প্রকাশ্যে তৃণমূলের নেতারা রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার হুমকি দিয়েছিল। হুঁশিয়ারি দিয়ে অনুব্রত মন্ডল। বিরোধীদের উদ্দেশ্য বলেছিল, বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে ভুগতে হবে। রাস্তায় বেরোলে দেখবেন গলির মোড়ে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রতিবাদে কলম ধরেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। লিখেছিলেন- "দেখ খুলে তোর তিন নয়ন, রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।" আর মমতা ব্যানার্জি? তিনি এসব নিয়ে বরাবর নীরব থেকেছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৮, বিধানসভা-লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের লাগামছাড়া হিংসা কখনো কি মমতা ব্যানার্জির প্রতক্ষ্য মদত ছাড়া ঘটতো?

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। ক্ষমতার অহংকারে তৃণমূল তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। খাস কলকাতায় দিনেদুপুরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। কসবা আনন্দপুরের চৌবাগা এলাকায় পোস্টার লাগাতে বেরিয়েছিলেন বিজেপির দলীয় নেতা-কর্মীরা। আচমকা তৃণমূলের লোকজন তাঁদের উপর চড়াও হয়। ছিঁড়ে দেওয়া হয় বিজেপির পোস্টার, ব্যানার। তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কসবা মণ্ডলের সভানেত্রী সরস্বতী সরকারকে কোপানো হয়। সেদিনও নীরব ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বর্তমান স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু ২০২৪ সালে বিজেপি কর্মী সরস্বতী সরকারের বাড়িতে।

২০২১ সাল। ফলাফল ঘোষণা হয়েছিল ২ মে। পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয় পূর্ব কলকাতার কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকারকে। ফল প্রকাশের পরেই গলায় তার পেঁচিয়ে ও পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় অভিজিৎকে। অভিযুক্তের তালিকায় নাম ছিল বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (বস্তি) স্বপন সমাদ্দার এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষের।

তার শাসনকালে রাজ্যকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন মমতা যে সন্দেশখালি সহ রাজ্য জুড়ে শাহজাহান-জাহাঙ্গীর-শওকত মোল্লাদের মত তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী মানুষের প্রতিবাদের ভাষা এবং বিরোধী রাজনীতি করার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছিল। এক্ষেত্রেও মমতা ছিলেন নীরব।

নদিয়ার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত নগরউখড়া দাসবেরিয়া দাস গোলডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃণমূলের মস্তানির কথা কি ভুলে যাবে এ রাজ্যের মানুষ? ২০২৫ সালের কথা। সরস্বতী পুজো করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ওই স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাশীরাম বর্মন। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল। কিন্তু, সরস্বতী পুজোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী সহ সদলবলে সেই হুমকি দিয়েছিল তৃণমূল বুথ সভাপতি আলিমউদ্দিন মণ্ডল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ছিলেন নীরব।

তাহলে সংখ্যালঘুরা কি একেবারেই বিজেপিকে সমর্থন করতেন না। করতেন। কিন্তু তাঁদেরকে সামনে আনা যায়নি, সুরক্ষার অভাবে। হ্যাঁ, এমনটাই বলেছেন খোদ রাজ্য সভাপতি। বিজেপির সংখ্যালঘু কর্মীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ইলামবাজারে বিজেপি কর্মী শেখ রহিমকে খুনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ইলামবাজার থানার ঘুড়িষা পঞ্চায়েতের কানুর গ্রামের বাসিন্দা রহিম শেখকে ২০১৪ সালের ৭ জুন নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হয়। খুনের পর ওই গ্রামেও গিয়েছিলেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সেদিনের ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, "তাঁর (রহিম শেখ) দুই মেয়েকে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় হাঁটানো হয়েছিল। লজ্জা নিবারণের জন্য গলা পর্যন্ত শরীর ডুবিয়ে পুকুরে বসেছিল। চোখের সামনে দেখেছে, বিবস্ত্র মা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসারের সামনে। অফিসারের নাম ছিল পান্ডে। খুঁজছি ওকে আমি। সে তার রিপোর্টে লিখেছিল, ওভারপাওয়ার্ড (পরাভূত)। সেদিনটা আমার মনে রয়েছে।"

আজ বিজেপি রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। নির্বাচন চলাকালীন কোনও মারধর বা খুনের ঘটনা ঘটেনি। ফলাফল ঘোষণার পরও কোথাও কোনও তৃণমূল কর্মী খুন হয়নি। তৃণমূল জিতলে আজ বিজেপি কর্মীদের লাশের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু তা বলে বিজেপিও হয়ে উঠবে তৃণমূলের মত, এটা প্রত্যাশিত নয়। রাজনৈতিক হিংসার সংস্কৃতি এ রাজ্যে বন্ধ করতেই হবে। এটা রাজ্য সভাপতিও চান। প্রধানমন্ত্রী- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও চান। এটাই বিজেপির সংস্কৃতি।

এই বিপুল জয় শুধু এবং শুধুমাত্র হিন্দু একতার ফল

অভিরূপ ঘোষ

মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, সন্দেশখালি, ধূলাগড়, ক্যানিং-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বাংলার বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজ এবারের নির্বাচনে বুঝতে করেছিল রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নে তাঁদের সবার পরিচয় একটাই, তাঁরা হিন্দু। আর সেই ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে পদ্মফুল। ২০২১ সালে হিন্দু ভোটের ৫৫ শতাংশ এসেছিল বিজেপির ঝুলিতে, এবারে সেই সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ।

রেজাল্টের দিন সকাল ন'টা। সাংবাদিকরা ঘিরে ধরল সেদিনের বিরোধী দলনেতা এবং আজকের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। সবার এক প্রশ্ন— ভবানীপুরে ফল কী হবে? শুভেন্দু অধিকারী স্মিত হাসলেন। জানালেন, প্রথম দু'রাউন্ড তিনি জিতবেন। তিন, চার, পাঁচ রাউন্ডে মমতা ব্যানার্জি ব্যাপক লিড নেবেন। ছ'রাউন্ডের পর থেকে তিনি কামব্যাক করতে শুরু করবেন। তারপর ১৬ রাউন্ডের পর তিনি লিড নিয়ে নেবেন এবং কুড়ি রাউন্ড ফাইনাল কাউন্টিং হওয়ার পর তিনি জিতবেন ১৫,০০০ ভোটে।

ঘটনাচক্রে ঠিক তাই হল। চতুর্থ রাউন্ডে শুভেন্দু অধিকারী পেলেন ৩০১ ভোট। সেখানে মমতা ব্যানার্জি পেলেন প্রায় ছাব্বিশ গুণ— ৭,৮৮৫ ভোট। একই অবস্থা পঞ্চম রাউন্ডেও। সেখানে বিজেপি এবং তৃণমূলের ভোট যথাক্রমে ৪৭৪ এবং ৮,৬৯৮। তবে শুভেন্দু অধিকারী পূর্বঘোষণামতো ষষ্ঠ রাউন্ডের পর থেকে এগোতে শুরু করলেন। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা দিনের শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে দ্বিতীয়বার হারিয়ে ১৫,১০৫ ভোটে জিতলেন ভবানীপুর আসন। প্রায় একই রকম ভবিষ্যৎবাণী করে নন্দীগ্রাম আসনেও জিতলেন তিনি।

কেউ ভাবতেই পারেন, তিনি এত সঠিকভাবে ফলাফলের পূর্বানুমান করলেন কী করে! এর উত্তরও তিনি নিজেই দিয়েছেন। ভবানীপুরে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম রাউন্ড মূলত মুসলিম এলাকার। তাই সেখান থেকে ভোট তিনি পাবেন না, এটা জানতেন। পাশাপাশি তিনি এটাও জানতেন, অন্য রাউন্ডের হিন্দু ভোট তিনি পাবেন। একই রকমভাবে নন্দীগ্রামে মুসলিম ভোট তিনি পাবেন না এবং হিন্দু ভোটের

অধিকাংশটাই পাবেন, সেটা জানতেন তিনি। তাই এত নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী তিনি করে উঠতে পেরেছিলেন।

রাজ্যের সবচেয়ে আলোচিত দুই কেন্দ্রের এই ঘটনা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে বলে দেয়, বিজেপির এই বিপুল জয় শুধুমাত্র হিন্দু ভোটের বড় অংশের একত্রীকরণের ফল। অবশ্য এই ঘটনা শুধু ওই দুই কেন্দ্রের নয়। গোটা রাজ্যজুড়েই একই রকম প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

পরবর্তী তথ্যগত বিশ্লেষণের আগে একথা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন যে, একদা বিক্রিত মিডিয়া এবং মেরুদণ্ডহীন বিশ্লেষকদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ৩০ শতাংশের বেশি মুসলিম থাকলেই সেই বিধানসভা ক্ষেত্রকে আর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বলা যায় না। একটা সময় এই সংজ্ঞা ঠিক ছিল, যখন হিন্দু ভোট ভাগ হয়ে যেত বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা এবং মতবাদের নামে। তখন ওই ৩০ জন মুসলিমের মধ্যে ২৮ জন ভোট দিতেন এবং একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকেই দিতেন। অন্যদিকে ৭০ জন হিন্দুর মধ্যে ভোট দিতেন ৪০ জন, আর সেটাও দু'-তিনটে দলে ভাগ হয়ে। ফলে খুব সহজেই জিতে যেত ৩০ জন সংখ্যালঘুর ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলেছে। ওই ৭০ জন হিন্দু ভোটারের মধ্যে আজ ৬২-৬৩ জন ভোট দেন, আর সেটাও মোটামুটি ভাবে তাঁদের রক্ষাকর্তা বিজেপিকেই দেন। তাই এখন ৪০, এমনকি ৪৫ শতাংশ মুসলিম থাকলেও সেই কেন্দ্রকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বলা ঠিক হবে না। কারণ সংখ্যালঘুর বদলে হিন্দুরা এখন সেই কেন্দ্রের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি ৩৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি। আর এগুলির অধিকাংশ জিতেছে হয় তৃণমূল কংগ্রেস, নয় কংগ্রেস-আইএসএফ-বামেরা। কংগ্রেস এবারে দুটি কেন্দ্রে জয় পেয়েছে— ফারাক্কা এবং রাণীনগর। হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি জিতেছে দুটি কেন্দ্রে— রেজিনগর এবং নওদা। বহু কষ্টে বামেরা জিতেছে একটিতে— ডোমকল। আর আইএসএফ ধরে রেখেছে তাদের পুরোনো সিট— ভাঙড়। ঘটনাচক্রে এই ছয়টি কেন্দ্রের সবকটিতেই মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এদের সবকটিতেই সংখ্যালঘু মুখই জিতে এসেছেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনগুলির মধ্যে তৃণমূল জিতেছে ২৫টি এবং বিজেপি ৪টি। লক্ষণীয়ভাবে, এই চারজন বিজেপি বিধায়কের সবাই হিন্দু এবং তাঁরা মূলত হিন্দুদের ভোট পেয়েই জিতেছেন।

বেলডাঙায় মুসলিম ৬৭ শতাংশ এবং হিন্দু ৩৩ শতাংশ। বিজেপি ছাড়া প্রথম সারির সমস্ত রাজনৈতিক দল মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল এই কেন্দ্রে। ভরতবাবুর নেতৃত্বে এই আসনে বিজেপি জেতে ৩১.৮৮ শতাংশ ভোট পেয়ে এবং এর প্রায় পুরোটাই হিন্দু ভোট। প্রায় একই রকম পরিস্থিতি কান্দি বিধানসভাতেও। এখানে হিন্দু ভোট ৪৯ শতাংশ, জয়ী বিজেপি প্রার্থী গার্গী দাসঘোষ পেয়েছেন ৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে জঙ্গিপুর

বিধানসভায় হিন্দু ভোটার ৪৭ শতাংশ। জয়ী বিজেপি প্রার্থী চিত্ত মুখার্জি পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ ভোট। একইভাবে নবগ্রাম আসনে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা ৪৬ শতাংশের কাছাকাছি। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ সাহা জিতেছেন ৩৬ শতাংশের কিছু কম ভোট পেয়ে। বুথভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই চার কেন্দ্রে হিন্দুপ্রধান বুথগুলিতে প্রায় অধিকাংশ ভোট

গিয়েছে বিজেপির পক্ষে, আর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথে বিজেপি প্রায় কোনও ভোটই পায়নি। তাই এই চার কেন্দ্রে মুসলিম ভোট ভাগ হয়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু বিজেপি সেই ভোটের প্রায় কিছুই পায়নি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হিন্দু ভোটের ব্যাপক একত্রীকরণ ছাড়া এই জয় কোনওদিন সম্ভব ছিল না। দলে দলে হিন্দু পরিযায়ী শ্রমিক এসেছেন ভোট দিতে। শুধু একটা ভোটের জন্য সুদূর ইউরোপ বা আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছেন কোনও হিন্দু ভাই বা দিদি। এতদিন যাঁরা ভোট দিতে পারেননি বা যেতেন না, তাঁরাও বুঝেছিলেন— হিন্দুদের জন্য এটাই শেষ সুযোগ। এমনকি বাম-তৃণমূল-কংগ্রেসের অনেক হিন্দু কর্মী-সমর্থক বুঝতে পেরেছিলেন, এবারে বিজেপি হারলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যাবে পশ্চিম-বাংলাদেশ। তাই তাঁদেরও অনেকে দলীয় পরিচয় ভুলে ভোট দিয়েছেন হিন্দুত্বের স্বার্থে। ২০২১ সালে হিন্দু ভোটের ৫৫ শতাংশ এসেছিল বিজেপির ঝুলিতে, এবারে সেই সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ।

২০২৬-এর এই নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন ছিল না। এটি ছিল বাংলার হিন্দু সমাজের আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশের নির্বাচন। বহু দশকের বিভাজন ভুলে বাংলার হিন্দুরা এবারে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। মতুয়া, রাজবংশী, কুরমি, বাঙাল, ঘটি, আদিবাসী, তপশিলি — বাম-তৃণমূলের তৈরি বিভিন্ন সামাজিক বিভাজন এবারে গৌণ হয়েছে। মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, সন্দেশখালি, ধূলাগড়, ক্যানিং-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বাংলার বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজ উপলব্ধি করেছে রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নে তাঁদের সবার পরিচয় একটাই, তাঁরা হিন্দু। আর সেই ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে পদ্মফুল। ২০২১ সালে হিন্দু ভোটের ৫৫ শতাংশ এসেছিল বিজেপির ঝুলিতে, এবারে সেই সংখ্যা প্রায় ৭০ শতাংশ। হিন্দু জাগরণ এভাবেই অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে বিজেপির আরও ভালো ফল করা অসম্ভব হবে না।

সংযোজন: যে মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রবাদী মুসলিম বা খ্রিস্টান আজও পশ্চিমবঙ্গে রয়ে গিয়েছেন, তাঁদেরও বৃহত্তর হিন্দু ভোটসমাজের অংশ হিসেবেই ধরা হয়েছে। আজ থেকে ১১৭ বছর আগে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে দাঁড়িয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন, "যাহা দেশাত্মবোধ, তাহাই হিন্দুত্ববোধ। দুটি শব্দের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। একটি উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যটির উত্থান ঘটে।" তাই দেশভক্তি, রাষ্ট্রবাদ এবং ভারতের সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ, পদবি নির্বিশেষে তিনিই হিন্দু।

বাংলার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

মেরুকরণ না কি বাস্তবতার উন্মোচন?

গৌতম ঘোষ

যখন ৮৬ জন বিরোধী বিধায়কের মধ্যে ৩৮ জন মুসলিম, তখন এই লড়াই আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক থাকে না—এটি নির্দিষ্ট স্বার্থরক্ষার লড়াই হিসেবে প্রতিভাত হয়। এবারের নির্বাচনে বাংলার মানুষ বুঝেছে—উন্নয়ন ও সম্মানের লড়াই জিততে গেলে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই একমাত্র উপায়। যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"—এই নীতিই সামগ্রিক উন্নয়নের পথ।

১৯৪০-এর দশক—ভারতের ইতিহাসের এক অস্থির ও রক্তাক্ত অধ্যায়। ব্রিটিশ শাসনের অবসান আসন্ন, কিন্তু তার আগেই উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। মুসলিম লীগের পৃথক রাষ্ট্রের দাবিকে ঘিরে বাংলাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক বিভাজন তীব্র হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র মতো ঘটনায় কলকাতা ভয়াবহ দাঙ্গার সাক্ষী হয়, যেখানে বহু নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

এই সংকটময় সময়ে দৃঢ় নেতৃত্বের পরিচয় দেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার তৎকালীন রাজনীতিতে তিনি কেবল একজন মন্ত্রীই ছিলেন না, বরং প্রশাসনিক স্থিতি রক্ষা, সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সংকটের মধ্যে একটি দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর দূরদৃষ্টি ও অবস্থান বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরে—সমাজে বিভাজন কীভাবে তৈরি হয়, এবং তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কী হতে পারে? বর্তমান বাংলার রাজনীতিকে বুঝতে গেলে সেই অতীতের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

"বাংলায় ইসলামিক কট্টরপন্থার উন্মেষ" বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে সরলীকরণ এড়িয়ে বহুস্তরীয় বাস্তবতাকে একসঙ্গে দেখতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মতো বহুধর্মী ও সাংস্কৃতিকভাবে মিশ্র সমাজে কট্টরতার যেকোনোও লক্ষণ সাধারণত হঠাৎ তৈরি হয় না; বরং তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রভাবের মেলবন্ধনে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

প্রথমত, সীমান্তবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় মানুষের চলাচল, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রভাবের আদান-প্রদান স্বাভাবিকভাবেই বেশি। এই প্রক্রিয়ায় মূলধারার ধর্মচর্চার পাশাপাশি কখনও কখনও কঠোর ব্যাখ্যাভিত্তিক মতাদর্শও প্রবেশ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শিক্ষার ঘাটতি কিছু অঞ্চলে তরুণদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করে, যা চরমপন্থী মতাদর্শের জন্য উর্বর জমি হয়ে উঠতে পারে—এটি শুধু কোনো এক ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বজুড়েই দেখা যায়।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক কৌশল ও ভোটব্যাঙ্কের সমীকরণও সমাজের ভেতরে বিভাজনকে প্রভাবিত করতে পারে। যখন পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজনীতি গড়ে ওঠে, তখন পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ার ঝুঁকি থাকে।

এই সমস্ত উপাদান মিলিয়েই বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা গড়ে উঠেছে—যেখানে একদিকে রয়েছে পরিচয়ভিত্তিক সংহতির প্রবণতা, অন্যদিকে রয়েছে বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থাকে ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ।

অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্তমানের বাস্তবতা আমাদের শেখায়—মেরুকরণ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কৌশল নয়, এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। তাই প্রশ্নটা শুধু রাজনৈতিক নয়—এটি সমাজের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ নির্ধারণের প্রশ্ন। বাংলার রাজনীতির এই নতুন সমীকরণ—মেরুকরণ, না কি বাস্তবতার উন্মোচন? তার উত্তর খুঁজতেই আমাদের এই আলোচনা।

নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা দেখলাম যে তৃণমূলের ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৩২ জন মুসলিম, সিপিআইএম-এর ১ জন—তিনি মুসলিম, আইএসএফ-এর ১টির মধ্যে ১ জন মুসলিম, কংগ্রেস ও হুমায়ুন কবিরের দলে ২ জন করে—দু'জনই মুসলিম। তাহলে দাঁড়ালো, ৮৬ জন বিরোধী বিধায়কের মধ্যে ৩৮ জন মুসলিম।

অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির ২০৭ জনের মধ্যে ২০৭ জন বিধায়কই হিন্দু (ব্যতিক্রম ফলতা নির্বাচন ছাড়া)। শতাংশের হিসাবে যা দাঁড়ায় প্রায় ৪৪ শতাংশ। অথচ ২০১১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ।

অর্থাৎ, বিরোধী শিবিরে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ৪৪ শতাংশ, যা পরিসংখ্যানের নিরিখে একটি বড় প্রশ্ন তুলে ধরে। এবার আমরা দেখলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির ২০৭ জন বিধায়ক সবাই হিন্দু। সমীকরণ বদলানোর কোনো আশা নেই। আজ আমরা যে পরিবর্তন দেখলাম, অনেকেই একে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের হার-জিত হিসেবে দেখছেন। কিন্তু আপনি যদি পরিসংখ্যানের দিকে তাকান, তবে স্পষ্ট বোঝা যায়—এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ।

এটা কি প্রমাণ করে?

হ্যাঁ, এটি প্রমাণ করে যে বাংলার রাজনীতি আজ আড়াআড়িভাবে দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে রয়েছে একটি সুসংহত হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক, আর অন্যদিকে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তোষণ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার প্রয়াস।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে তিনটি বড় স্তম্ভ ছিল—বামপন্থী, কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টি। এদের কৌশলের মূল ছিল দুটি বিষয়—হিন্দু বিভাজন এবং সংখ্যালঘু তোষণ।

তাঁরা হিন্দুদের মধ্যে জাতপাত, ভাষা ও আঞ্চলিক ভেদাভেদ তৈরি করে ভোটকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখতেন। একইসঙ্গে তাঁরা জানতেন, মুসলিম ভোট একত্রিত থাকে—তাই কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সেই ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

আমরা লক্ষ করেছি, দেশ থেকে বিদেশ—বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর আঘাত নেমে এসেছে। যা একসময় বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হত, তা অনেক ক্ষেত্রেই বড় আকার ধারণ করেছে—খুনের হুমকি, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, ধর্ষণ, ভিটেমাটি দখল, মন্দির ভাঙচুর, মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর, ইত্যাদি।

আমরা এমন মন্তব্যও শুনেছি, যেখানে বাংলাদেশের মাটিতে বসে জামাত নেতা 'নুরুল হুদার' উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়েছে—যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। কি বক্তব্য? তা হলো 'পদত্যাগ করবেন না, প্রয়োজনে দিল্লির সাথে যুদ্ধ করুন।

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, উন্নয়নের পরিবর্তে তোষণমূলক রাজনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল—ইফতার, ইমাম ভাতা, ভুল শব্দ উচ্চারণে ইসলামিক সুরা পাঠের প্রয়াস এবং ধর্মীয় আবেগে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা।

কিন্তু গত এক দশকে এই কৌশল আর কার্যকর হয়নি। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ২০৭টি আসনে জয়লাভ প্রমাণ করে—হিন্দুরা একজোট হয়ে ভোট দিয়েছে।

দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রাচীর তৈরি করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কমানোর চেষ্টা করেছে। দলিত, ওবিসি ও আদিবাসীদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—বিভক্ত থাকলে আপনারা কেবল ভোটব্যাঙ্ক, কিন্তু একজোট হলে আপনারাই ক্ষমতার উৎস।

আজ তৃণমূল, সিপিআইএম, আইএসএফ, কংগ্রেস ও অন্যান্য দল এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে—যেখানে তারা না পারছে তোষণ ছাড়তে, না পারছে বৃহত্তর সমাজের আস্থা ফিরে পেতে।

তোষণ ছাড়লে তাঁদের ভিত্তি ভেঙে পড়বে, আর তোষণ বজায় রাখলে বৃহত্তর ভোটারদের আস্থা হারাবে। এই নির্বাচনে আমরা বিজেপির শক্তিশালী ক্যাডারবেসও দেখেছি। প্রতিটি বুথে একটি সুসংহত পরিচিতি গড়ে উঠেছে।

যখন ৮৬ জন বিরোধী বিধায়কের মধ্যে ৩৮ জন মুসলিম, তখন এই লড়াই আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক থাকে না—এটি নির্দিষ্ট স্বার্থরক্ষার লড়াই হিসেবে প্রতিভাত হয়। তথাপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"—এই নীতিই সামগ্রিক উন্নয়নের পথ দেখায়।

এবারের নির্বাচনে বাংলার মানুষ বুঝেছে—উন্নয়ন ও সম্মানের লড়াই জিততে গেলে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই একমাত্র উপায়। সাধারণভাবে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীরা ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। তাঁরা এখন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে, ও ইতিহাস রচনা করেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির এই জয় কোনো সাময়িক জয় নয়—এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা। বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু ভোট আজ একটি বাস্তবতা—এবং এই বাস্তবতাকেই অস্বীকার করার আর কোনো সুযোগ নেই। "এটি শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের ফল নয়—এটি বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রচণ্ড বিজয়বার্তা শেষে

এবার বিজেপির মিশন কেরালা বিজয়

সোমনাথ গোস্বামী

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে এক দীর্ঘ যাত্রার সূচনা হয়েছিল মাত্র ৩টি আসন দিয়ে। কেরলম আজ ঠিক সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ২০১৬ সালে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নেমম, কাজাকুট্টম এবং চাতানুর—এই ৩ আসনে বিজয়লাভ কেবল সংখ্যাতত্ত্বের জয় নয়, বরং এটি এক আদর্শিক জয়। বিশেষ করে চাতানুর-এর মতো বামপন্থী শক্ত ঘাঁটিতে জয়লাভ প্রমাণ করে যে, কেরলমের দক্ষিণ বলয়ে এখন জাতীয়তাবাদের জয়জয়কার সুপ্রতিষ্ঠিত।

কেরলমের (একদা কেরালা) রাজনীতিতে আজ যে পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এক সুদীর্ঘ ও রক্তাক্ত আদর্শিক লড়াইয়ের যৌক্তিক পরিণতি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্ম শিবিরের ৩টি আসনে বিজয়লাভকে অনেকেই সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখতে পারেন, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে ওই ৩টি সংখ্যাই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক মহাপ্লাবনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে ২০৭টি আসন নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির সরকার গঠন এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা, তখন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গেও এই দীর্ঘ যাত্রার সূচনা হয়েছিল মাত্র ৩টি আসন দিয়ে। কেরলম (একদা কেরালা) আজ ঠিক

কেরলমে বিজেপির ৩ বিজয়ী প্রার্থী। (বাঁ দিক থেকে) ভি মুরলীধরন, রাজীব চন্দ্রশেখর এবং বি বি গোপাকুমার।

সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ২০১৬ সালে—বাম ও ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির দুর্গে প্রথমবার বড় ফাটল ধরার সেই সন্ধিক্ষণ।

কেরলমের (একদা কেরালা) এই জাগরণের নেপথ্যে কাজ করেছে গত ১০ বছরের এলডিএফ শাসনের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও প্রশাসনিক দেউলিয়াপনা। পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বাধীন সরকার কেরালাকে এক গভীর ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ২০২৬ সালের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কেরলমের মোট ঋণের বোঝা আজ ৫ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। রাজস্ব ঘাটতি ২.১ শতাংশ এবং রাজকোষ ঘাটতি জিএসডিপি-র ৩.৫ শতাংশের বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে। গত এক দশকে কেরালার অবস্থা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন নিশ্চিত করতেও সরকারকে নিয়মিত বাজার থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। শিল্পায়নের অভাব এবং বামপন্থী ক্যাডারদের দৌরাত্ম্যের কারণে কেরালা আজ

কেরালা আজ পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালের সেই ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ যখন কলকাতায় ২০৭টি আসন নিয়ে নবজাগরণের সূর্যোদয় ঘটেছে, তখন কেরালার ৩টি আসন আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে কোনো বিপ্লবই একদিনে আসে না।

বিনিয়োগকারীদের কাছে এক প্রতিকূল ভূমি। রাজ্যের মেধাবী যুবসমাজ বাধ্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য বা ভারতের অন্যান্য উন্নত রাজ্যে পাড়ি দিতে। এই দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক দুর্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, তার প্রতিফলন আজ ব্যালট বক্সে দৃশ্যমান।

কেরালায় এই রাজনৈতিক উত্তরণের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; বরং এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও ভারতীয় জনতা পার্টির হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর রক্তে রাঙানো। গত দশ বছরে কেরলমের মাটিতে বামপন্থী ক্যাডাররা যে নৃশংস রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়েছে, তা সভ্য সমাজের কল্পনাকেও হার মানায়। নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, শেষ এক দশকে কেরালায় রাজনৈতিক হিংসার কারণে প্রায় ৫২ জন সঙ্ঘ ও বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন এবং কয়েক হাজার কর্মী মারাত্মকভাবে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। শুধুমাত্র কান্নুর ও পালক্কাদ জেলাতেই আমাদের অসংখ্য কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বামপন্থী ক্যাডাররা প্রশাসনিক মদতে যেভাবে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে, তা ছিল এক পরিকল্পিত নির্মূল অভিযান। কিন্তু যতবারই তারা আমাদের রক্ত ঝড়িয়েছে, ততবারই কেরলমের (একদা কেরালা) মাটিতে জাতীয়তাবাদের শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত হয়েছে। এই অমানুষিক অত্যাচারের পাহাড় ডিঙিয়েই আজ

কেরালার বিধানসভায় সনাতনী চেতনার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

জাতীয়তাবাদের এই অগ্রগতির ধারা আরও সুসংহত ও শক্তিশালী হয়েছে ২০২৫ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে। কেরালার মতো রাজ্যে, যেখানে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বামপন্থী ক্যাডারদের আধিপত্য দীর্ঘদিনের, সেখানে ১৪.৭ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করা এবং ৫০০-র বেশি পঞ্চায়েত আসনে জয়লাভ করা এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সাফল্য। সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক জয়টি ছিল তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশনের ফলাফল, যেখানে ১০০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫০টি জিতে একক বৃহত্তম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। একটি রাজ্যের রাজধানীর প্রশাসনিক রাশ হাতে আসা এবং পুরপরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষ এখন আর উগ্রবাদ ও বামপন্থী নৈরাজ্যের জোয়াল বয়ে বেড়াতে রাজি নয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সরাসরি সুফল এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণ গ্রামগঞ্জের প্রতিটি ঘরে পদ্ম চিহ্নের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছে, যা আগামী দিনে বাম দুর্গের ভিত পুরোপুরি নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নেমম, কাজাকুট্টম এবং চাতানুর—এই তিনটি আসনে বিজয়লাভ কেবল সংখ্যাতত্ত্বের জয় নয়, বরং এটি এক আদর্শিক জয়। বিশেষ করে চাতানুর-এর মতো বামপন্থী শক্ত ঘাঁটিতে জয়লাভ প্রমাণ করে যে, কেরালার দক্ষিণ বলয়ে এখন জাতীয়তাবাদের জয়জয়কার সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও ১১.৪২ শতাংশ ভোট অনেক বিশ্লেষকের কাছে কম মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গেও ২০১৬ সালে ভোট শতাংশ ছিল ১০.১৬ শতাংশের আশেপাশে, যা আজ ২০২৬-এ এসে ৪৬ শতাংশ অতিক্রম করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যে পৌঁছেছে। কেরালায় যে বীজ আজ রোপিত হয়েছে, তা আগামীর মহাবৃক্ষ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রাখে। শবরীমালা আন্দোলন থেকে শুরু করে মন্দিরের স্বাধিকার ও পবিত্রতা রক্ষার যে লড়াই আমরা লড়ছি, আজ কেরালাবাসী তাকেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

উপসংহারে বলা যায়, কেরালা আজ পশ্চিমবঙ্গের ২০১৬ সালের সেই ঐতিহাসিক মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ যখন কলকাতায় ২০৭টি আসন নিয়ে নবজাগরণের সূর্যোদয় ঘটেছে, তখন কেরালার ৩টি আসন আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে কোনো বিপ্লবই একদিনে আসে না। গত ১০ বছরের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আমাদের অগণিত কর্মীর আত্মবলিদান বৃথা যাবে না। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ যা দেখেছিল, ২০২৬-এ কেরালা ঠিক সেই রাজনৈতিক বিবর্তনের সাক্ষী হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা বলছে, কেরালা এখন আর বাম-নাস্তিকদের অভয়ারণ্য নয়; বরং এটি এখন সনাতনী চেতনার এক নতুন শক্তিকেন্দ্র। দক্ষিণাপথের এই পবিত্র ভূমিতে পরিবর্তনের ঘন্টা বেজে গেছে। ২০২৯-এর লক্ষ্য এবং পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে কেরালায় জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, তা এখন অপরাজেয় ও অপ্রতিরোধ্য। আজ পশ্চিমবঙ্গ জিতেছে, কাল জিতবে কেরলম।

ছবিতে খবর

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে স্বাগত সম্মান।

ফলতা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা-র সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী রোড শো-তে জনজোয়ার।

শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের প্রথম প্রশাসনিক বৈঠক।

নবনির্বাচিত বিধায়ক দলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ জী সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব।

রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শেষে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে পূজা অর্চনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এবং সিকিমের গ্যাংটকে তরুণ ফুটবলারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

ছবিতে খবর

রাজ্যে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের মঞ্চে শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সহযোগী শ্রী মাখনলাল সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

শপথ গ্রহণের পরে রাজ্য বিজেপির দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, শ্রী রাহুল সিনহা এবং শ্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

ফলতা বিধানসভার পুনঃনির্বাচন নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ও সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়।

ব্রিগেড মঞ্চে শপথ পাঠ করছেন সম্মানীয়া অগ্নিমিত্রা পাল। দায়িত্বে পুর ও নগরোন্নয়ন এবং নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দফতর।

ব্রিগেড মঞ্চে শপথ পাঠ করছেন শ্রী দিলীপ ঘোষ। দায়িত্বে পঞ্চায়েত দফতর সহ প্রাণী সম্পদ ও কৃষি বিপণন দফতর।

ব্রিগেড মঞ্চে শপথ পাঠ করছেন শ্রী অশোক কীর্তনিয়া। দায়িত্বে খাদ্য দফতর।

ব্রিগেড মঞ্চে শপথ পাঠ করছেন শ্রী ক্ষুদিরাম টুডু। দায়িত্বে আদিবাসী উন্নয়ন দফতর।

ব্রিগেড মঞ্চে শপথ পাঠ করছেন শ্রী নিশীথ প্রামাণিক। দায়িত্বে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের সঙ্গে ক্রীড়া দফতর।

ছবিতে খবর

ফলতা বিধানসভায় বুথ এজেন্ট কর্মশালায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

বিজেপি কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য ও বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

১৮তম বিধানসভার স্পিকার হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত মাননীয় শ্রী রথীন্দ্রনাথ বসু।

কলকাতার সল্টলেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব।

দায়িত্ব গ্রহণের পর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে নারী ও শিশুকল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সম্মানীয়া আগ্নিমিত্রা পাল।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্লাটিনাম জয়ন্তী স্মারক ভবনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ এবং সমগ্র পরিষদীয় দলের বৈঠক।

যাদবপুর বিধানসভায় বিজেপির 'জায়ান্ট কিলার' শ্রীমতী শর্বরী মুখার্জি।

পানিহাটি বিধানসভায় বিজেপির 'জায়ান্ট কিলার' শ্রীমতী রত্না দেবনাথ।

টালিগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির 'জায়ান্ট কিলার' শ্রীমতী পাপিয়া অধিকারী।

হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির 'জায়ান্ট কিলার' শ্রীমতী রেখা পাত্র।

গেরুয়া ঝড়ে ছারখার তৃণমূলের ফানুস

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) যে হয়রানিকে প্রচারে হাতিয়ার করেছিল তৃণমূল, তা কাজে এল না। পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোট দিলেন বিজেপির পক্ষেই। ফলে এ রাজ্যেও 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার তৈরি হল। রাজ্য জুড়ে গেরুয়া ঝড়। গত লোকসভা নির্বাচনেই ইঙ্গিত ছিল। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ২০২৬-এ বিজেপির ২০০ পার। জেলায় জেলায় পদ্মের ঝড়ে উড়ে গিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা।

তাবড় তাবড় অনেক প্রার্থী নিজের বুথের ভোটারদের বিশ্বাসই অর্জন করতে পারেননি। খোদ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের ওয়ার্ডেই শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরেছেন মমতা। এছাড়া কয়েকটি বুথে ৫০টি ভোটও পাননি মমতা ব্যানার্জি।

দিনহাটাতেও নিজের বুথেই হেরেছেন রাজ্যের প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্রের নিজের বুথে হেরেছে তৃণমূল প্রার্থী (এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট) স্বপ্না বর্মণ।

শুভেন্দুকে হারাতে এ বার সেখানকার 'ভূমিপুত্র' পবিত্র করকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। কিন্তু নিজের গ্রামেই তৃণমূলকে জেতাতে পারেননি পবিত্র। বীরভূমের হাসন কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের কাজল শেখ। কিন্তু নানুর কেন্দ্রে তাঁর নিজের বুথেই হেরে গিয়েছে তৃণমূল। আবার বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেও নিজের বাড়ির বুথে হেরে গিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

একইভাবে বিধানসভা কেন্দ্র এবং নিজের বুথে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরেছেন পূর্বতন তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সি, সোনারপুর দক্ষিণের লাভলি মৈত্র। দমদম কেন্দ্রে হেরে গিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিধাননগরে তিনি যে বুথের ভোটার, সেখানেও হেরে গিয়েছে তৃণমূল।

এসআইআর-পরবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের হার নজিরবিহীন। ৯২.৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে দুই দফা মিলিয়ে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্যই নয়, সারা দেশের ভোটদানের নিরিখে এই হার সর্বোচ্চ। ২০২১ সালে এ রাজ্যে ভোটের হার ছিল ৮২.১৭ শতাংশ। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার ছিল ৭.৩৪ কোটি। এসআইআর-এর পর ২০২৬ সালে ৫১ লক্ষ ভোটার কমেছে। এখন ভোটারের সংখ্যা ৬.৮২ কোটি। তবে ২০২১ সালে ভোট দিয়েছিলেন ৬.০৩ কোটি মানুষ। এ বার ভোট দিয়েছেন ৬.৩৩ কোটি মানুষ। অর্থাৎ, মোট ভোটারের সংখ্যা কমলেও ভোটের হার বেড়েছে। ২০২১ সালের তুলনায় বিধানসভা প্রতি এ বার গড়ে ভোটদান বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ হাজার।

২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গত ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোটগ্রহণ হয়। প্রথম পর্যায়ে ১৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১১৬টি। তৃণমূল ৩১ এবং অন্যান্য ৫। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ১৪১টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৯১টি আসন। তৃণমূল ৪৯। অন্যান্য ১। মোট ২৯৩টি আসনে ২০৭টি বিজেপি। তৃণমূল ৮০ এবং অন্যান্য ৬টি আসন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তৃণমূল। ২১৫টি আসনে তারা জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন। এ ছাড়া, দু'টি আসনে জয় পেয়েছিল অন্যেরা।

কমিশনের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৪৫.৮৪ শতাংশ। তৃণমূলের ভোটের হার ৪০.৮০ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ২.৯৭ শতাংশ ভোট। সিপিএমের ভোটের হার ৪.৪৫ শতাংশ। নোটাতে পড়েছে ০.৭৯ শতাংশ ভোট। অন্যেরা ৪.২৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

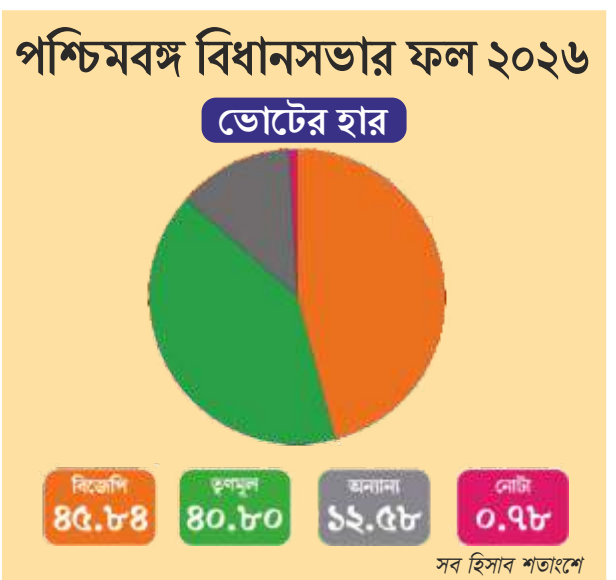

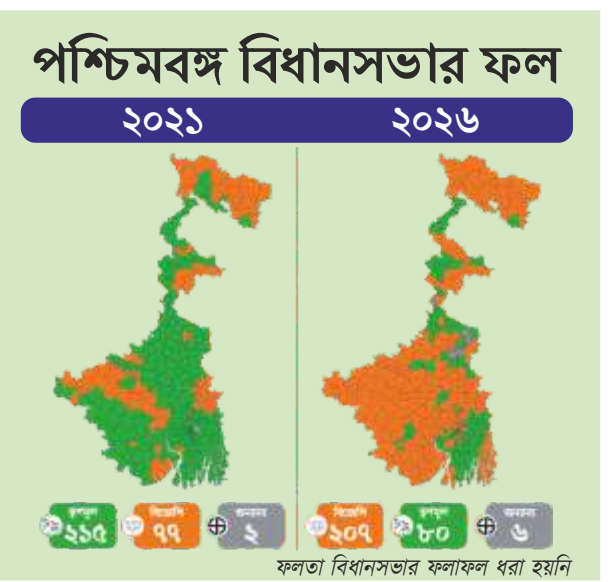

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
কোচবিহার	১	মেখলিগঞ্জ (তফসিলি জাতি)	দধিরাম রায়	বিজেপি	১১৯১০৯	৫৪.৪২	পরেশ অধিকারী	তৃণমূল	৮৯৫২৫	৪০.৯১	২৯,৫৮৪	১৩.৫১
	২	মাথাভাঙ্গা (তফসিলি জাতি)	নিশীথ প্রামাণিক	বিজেপি	১৪৩৩৪০	৫৯.২৭	সাবলু বর্মন	তৃণমূল	৮৬২৫০	৩৫.৬৬	৫৭,০৯০	২৩.৬১
	৩	কোচবিহার উত্তর (তফসিলি জাতি)	সুকুমার রায়	বিজেপি	১৫৫৩২৭	৬১.১১	পার্থপ্রতিম রায়	তৃণমূল	৮৪৯৪৩	৩৩.৪২	৭০,৩৮৪	২৭.৬৯
	৪	কোচবিহার দক্ষিণ	রথীন্দ্র বোস	বিজেপি	১০৬৯৮৪	৫২.৭৫	অভিজিৎ দে ভৌমিক	তৃণমূল	৮৪২৩৭	৪১.৫৩	২২,৭৪৭	১১.২২
	৫	শীতলকুচি (তফসিলি জাতি)	সাবিত্রী বর্মন	বিজেপি	১৪৪৩৬৭	৫১.৫৯	হরিহর দাস	তৃণমূল	১১৯০৮৯	৪২.৫৬	২৫,২৭৮	৯.০৩
	৭	দিনহাটা	অজয় রায়	বিজেপি	১৩৮২৫৫	৫১.৬	উদয়ন গুহ	তৃণমূল	১২০৮০৮	৪৫.০৯	১৭,৪৪৭	৬.৫১
	৮	নাটাবাড়ি	গিরিজা শঙ্কর রায়	বিজেপি	১২৬৯১১	৫৪.৫৩	শৈলেন্দ্রনাথ বর্মা	তৃণমূল	৯২২৯৮	৩৯.৬৬	৩৪,৬১৩	১৪.৮৭
	৯	তুফানগঞ্জ	মালতী রাভা রায়	বিজেপি	১২২৫২৫	৫৩.০৮	শিবশঙ্কর পাল	তৃণমূল	৯৬০৬৮	৪১.৬২	২৬,৪৫৭	১১.৪৬
আলিপুরদুয়ার	১০	কুমারগ্রাম (তফসিলি উপজাতি)	মনোজ কুমার ওরাওঁ	বিজেপি	১৪৩০৪৪	৫৭.৯৫	রাজীব তিরকে	তৃণমূল	৯০১৬৭	৩৬.৫৩	৫২৮৭৭	২১.৪২
	১১	কালচিনি (তফসিলি উপজাতি)	বিশাল লামা	বিজেপি	১১৪৭৫৯	৫৬.৬৪	বীরেন্দ্র বারা (ওরাওঁ)	তৃণমূল	৭৬৯১৬	৩৭.৯৬	৩৭৮৪৩	১৮.৬৮
	১২	আলিপুরদুয়ার	পরিতোষ দাস	বিজেপি	১৩৪৩৭০	৫৬.৯৫	সুমন কাঞ্জিলাল	তৃণমূল	৮৮৩৭১	৩৭.৪৫	৪৫৯৯৯	১৯.৫০
	১৩	ফালাকাটা (তফসিলি জাতি)	দীপক বর্মণ	বিজেপি	১৩৪৩৭০	৫৬.৯৫	সুভাষচন্দ্র রায়	তৃণমূল	৮৮৩৭১	৩৭.৪৫	৪৫৯৯৯	১৯.৫
	১৪	মাদারিহাট	লক্ষ্মণ লিম্বু	বিজেপি	১০২৪৮৮	৫৭.৯৮	জয়প্রকাশ টোপ্পো	তৃণমূল	৬১৫৭৮	৩৪.৮৪	৪০৯১০	২৩.১৪
জলপাইগুড়ি	১৫	ধূপগুড়ি (তফসিলি জাতি)	নরেশ রায়	বিজেপি	১৩৪৭৯৮	৫৪.২৫	নির্মল চন্দ্র রায়	তৃণমূল	৯৬২৪৮	৩৮.৭৩	৩৮৫৫০	১৫.৫২
	১৬	ময়নাগুড়ি (তফসিলি জাতি)	ডালিম চন্দ্র রায়	বিজেপি	১৪৭৪০৩	৫৮.৬২	রামমোহন রায়	তৃণমূল	৯০৯০০	৩৬.১৫	৫৬৫MD৩	২২.৪৭
	১৭	জলপাইগুড়ি (তফসিলি জাতি)	অনন্ত দেব অধিকারী	বিজেপি	১৪২৯৮৭	৬০.১১	কৃষ্ণ দাস	তৃণমূল	৭৪১৮২	৩১.১৯	৬৮৮০৫	২৮.৯
	১৮	রাজগঞ্জ (তফসিলি জাতি)	দীনেশ সরকার	বিজেপি	১১৪৬৫৭	৫১.১	স্বপ্না বর্মণ	তৃণমূল	৯৩১৮০	৪১.৫৩	২১৪৭৭	৯.৫৭
	১৯	ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	শিখা চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি	১৬৬৩০০	৬৬.০২	রঞ্জন শীল শর্মা	তৃণমূল	৬৮৫৮৫	২৭.২৩	৯৭৭১৫	৩৮.৭৯
	২০	মাল (তফসিলি উপজাতি)	শুক্রা মুন্ডা	বিজেপি	১১২০৯৫	৪৯.৯৪	বুলু চিক বারাইক	তৃণমূল	৯৬৬০৩	৪৩.০৪	১৫৪৯২	৬.৯০
	২১	নাগরাকাটা (তফসিলি উপজাতি)	পুনা ভেংরা	বিজেপি	১০৩৪৭৮	৫০.৭৩	সঞ্জয় কুজুর	তৃণমূল	৭৭৬২০	৩৮.০৬	২৫৮৫৮	১২.৬৭
কালিম্পং	২২	কালিম্পং	ভরত কুমার ছেত্রী	বিজেপি	৮৪২৯০	৪৯.৭৪	রুডেন সাদা লেপচা	বিজিপিএম	৬২৮২৬	৩৭.০৭	২১৪৬৪	১২.৬৭
দার্জিলিং	২৩	দার্জিলিং	নোমান রাই	বিজেপি	৬২০৭৬	৩৫.৭২	বিজয় কুমার রাই	বিজিপিএম	৫৬MDE৯	৩২.২৩	৬০৫৭	৩.৪৯
	২৪	কার্শিয়াং	সোনম লামা	বিজেপি	৭৪৮৭৮	৪১.১৮	অমর লামা	বিজিপিএম	৫৭৮৭১	৩১.৮৩	১৭০০৭	৯.৩৫
	২৫	মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (তফসিলি জাতি)	আনন্দময় বর্মন	বিজেপি	১৬৬৯০৫	৬৬.৫	শঙ্কর মালাকার	তৃণমূল	৬২৬৪০	২৪.৯৬	১০৪২৬৫	৪১.৫৪
	২৬	শিলিগুড়ি	শঙ্কর ঘোষ	বিজেপি	১২০৭৬০	৬৫.৭৮	গৌতম দেব	তৃণমূল	৪৭৫৬৮	২৫.৯১	৭৩১৯২	৩৯.৮৭
	২৭	ফাঁসিদেওয়া (তফসিলি উপজাতি)	দুর্গা মুর্মু	বিজেপি	১১৮২৪১	৫৬.৯২	রীনা টোপ্পো এক্কা	তৃণমূল	৭২৯৭৮	৩৫.১৩	৪৫২৬৩	২১.৭৯

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
উত্তর দিনাজপুর	৩২	করণদিঘি	বিরাজ বিশ্বাস	বিজেপি	৯৬২৬০	৪৩.৭৬	গৌতম পাল	তৃণমূল	৭৬৩৯১	৩৪.৭৩	১৯৮৬৯	৯.০৩
	৩৩	হেমতাবাদ (তফসিলি জাতি)	হরিপদ বর্মণ	বিজেপি	১১৫৫২৯	৪৮.২৬	সত্যজিৎ বর্মন	তৃণমূল	১০৩১৬৮	৪৩.১	১২৩৬১	৫.১৬
	৩৪	কালিয়াগঞ্জ (তফসিলি জাতি)	উৎপল ব্রহ্মচারী	বিজেপি	১৫৮৩৪৯	৬১.৩২	নিতাই বৈশ্য	তৃণমূল	৮১৯২৪	৩১.৭৩	৭৬৪২৫	২৯.৫৯
	৩৫	রায়গঞ্জ	কৌশিক চৌধুরী	বিজেপি	১০৪৯৪১	৬৩.৬৯	কৃষ্ণ কল্যাণী	তৃণমূল	৪৬৮২৮	২৮.৫৪	৫৮৬৪১	৩৫.৫৮
দক্ষিণ দিনাজপুর	৩৭	কুশমণ্ডি (তফসিলি জাতি)	তাপস চন্দ্র রায়	বিজেপি	৯৭৪৩৭	৪৮.৮৩	রেখা রায়	তৃণমূল	৮৮৩৭৪	৪৪.২৯	৯০৬৩	৪.৫
	৩৯	বালুরঘাট	বিদ্যুৎ কুমার রায়	বিজেপি	৯৫৬৯৭	৬০.৪৫	অর্পিতা ঘোষ	তৃণমূল	৪৮১২১	৩০.৪	৪৭৫৭৬	৩০.০৫
	৪০	তপন (তফসিলি উপজাতি)	বুধরাই টুডু	বিজেপি	১০৫৭৮০	৫৬.৬৬	চিন্তামণি বিহা	তৃণমূল	৬৮৭৯৩	৩৬.৮৫	৩৬৯৮৭	১৯.৮১
	৪১	গঙ্গারামপুর (তফসিলি জাতি)	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	বিজেপি	১০৫০৮৩	৫৪.৫	গৌতম দাস	তৃণমূল	৭৬Nz৪৪	৩৯.৮	২৮৩৩৯	১৪.৭
মালদহ	৪৩	হাবিবপুর (তফসিলি উপজাতি)	জুয়েল মুর্মু	বিজেপি	১৪২০৬২	৬২.৪১	অমল কিসকু	তৃণমূল	৬৩৮৭৪	২৮.০৬	৭৮১৮৮	৩৪.৩৫
	৪৪	গাজোল (তফসিলি জাতি)	চিন্ময়দেব বর্মন	বিজেপি	১৩১৫৪১	৫৩.৯৪	প্রসেনজিৎ দাস	তৃণমূল	৯৩৩৪৯	৩৮.২৮	৩৮১৯২	১৫.৬৬
	৪৯	মানিকচক	গৌর চন্দ্র মণ্ডল	বিজেপি	১১০১১৮	৪৮.৮৬	কবিতা মণ্ডল	তৃণমূল	৯৬১৮০	৪২.৬৮	৩৮১৯২	৬.১৮
	৫০	মালদহ	গোপালচন্দ্র সাহা	বিজেপি	১২৩৬৫৬	৫৬.০০	লিপিকা বর্মণ ঘোষ	তৃণমূল	৭৩৫২৮	৩৩.৩০	৫০১২৮	২২.৭০
	৫১	ইংলিশবাজার	অম্লান ভাদুড়ী	বিজেপি	১৫৪০৯৬	৬৫.৭০	আশিস কুণ্ডু	তৃণমূল	৬০৩১২	২৫.৭১	৯৩৭৮৪	৩৯.৯৯
	৫৪	বৈষ্ণবনগর	রাজু কর্মকার	বিজেপি	১০৮৬৯২	৪৮.৩৪	চন্দনা সরকার	তৃণমূল	৬১৮১১	২৭.৪৯	৪৬৮৮১	২০.৮৫
মুর্শিদাবাদ	৫৮	জঙ্গিপুর	চিত্ত মুখোপাধ্যায়	বিজেপি	৯১২০১	৪২.৯	জাকির হোসেন	তৃণমূল	৮০৬৫৯	৩৭.৯৪	১০৫৪২	৪.৯৬
	৬৪	মুর্শিদাবাদ	গৌরীশঙ্কর ঘোষ	বিজেপি	১১৪৪৪৩	৪৮.১৮	শাওনি সিংহ রায়	তৃণমূল	৮২৯২২	৩৪.৯১	৩১৫২১	১৩.২৭
	৬৫	নবগ্রাম (তফসিলি জাতি)	দিলীপ সাহা	বিজেপি	৭৮৭৩৯	৩৫.৫৪	প্রণব চন্দ্র দাস	তৃণমূল	৭২৮২০	৩২.৮৬	৫৯১৯	২.৬৮
	৬৬	খড়গ্রাম (তফসিলি জাতি)	মিতালি মাল	বিজেপি	৭৭৭৪৮	৩৮.০২	আশিস মার্জিত	তৃণমূল	৬৮৪১৫	৩৩.৪৬	৯৩৩৩	৪.৫৬
	৬৭	বড়ঞা (তফসিলি জাতি)	সুখেন কুমার বাগদী	বিজেপি	৯১৬৬১	৪৮.৫২	প্রতিমা রজক	তৃণমূল	৬৯৩৬১	৩৬.৭২	২২৩০০	২১.৮০
	৬৮	কান্দি	গার্গী দাস ঘোষ	বিজেপি	৭৩৩৫৫	৩৬.৭৮	অপূর্ব সরকার (ডেভিড)	তৃণমূল	৬৩০২০	৩১.৬	১০৩৩৫	৫.১৮
	৭১	বেলডাঙা	ভরত কুমার ঝাওয়ার	বিজেপি	৭২৮৭২	৩১.৮৮	রবিউল আলম চৌধুরী	তৃণমূল	৫৯৬৬৪	২৬.১	৩২০৮	৫.৭৮
	৭২	বহরমপুর	সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চন)	বিজেপি	৯১০৮৮	৪০.৬২	অধীর রঞ্জন চৌধুরী	জাতীয় কংগ্রেস	৭৩৫৪০	৩২.৭৯	১৭৫৪৮	৭.৮৩
নদীয়া	৭৭	করিমপুর	সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	বিজেপি	১০৫২৩৪	৪৩.৬৮	সোহম চক্রবর্তী	তৃণমূল	৯৫MD৪৯	৩৯.৪৫	১০১৮৫	৪.২৩
	৭৮	তেহট্ট	সুব্রত কবিরাজ	বিজেপি	১১২১৩৮	৪৮.০১	দিলীপ কুমার পোদ্দার	তৃণমূল	৮৩৮৮৫	৩৫.৯১	২৮২৫৩	১২.১০
	৮১	নাকাশিপাড়া	শান্তনু দে	বিজেপি	১০০৬০০	৪৮.৮৫	কল্লোল খাঁ	তৃণমূল	৮৩২৭৩	৪০.৪৪	১৭৩২৭	৮.৪১
	৮৩	কৃষ্ণনগর উত্তর	তারক নাথ চ্যাটার্জি	বিজেপি	১৩৩২১১	৬৫.৯৩	সোমনাথ দত্ত	তৃণমূল	৫৪৮৫০	২৭.১৫	৭৮৩৬১	৩৬.৭৮
	৮৪	নবদ্বীপ	শ্রুতি শেখর গোস্বামী	বিজেপি	১০৮৬৩১	৪৯.৭৯	পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা	তৃণমূল	৮৭১৮৭	৩৯.৯৬	২১৪৪৪	৯.৮৩
	৮৫	কৃষ্ণনগর দক্ষিণ	সাধন ঘোষ	বিজেপি	১০২৮৬২	৫২.১৯	উজ্জ্বল বিশ্বাস	তৃণমূল	৭৫০৬১	৩৮.০৯	২৭৮০১	১৪.১০
	৮৬	শান্তিপুর	স্বপন দাস	বিজেপি	১১৭৯৪১	৫৪.৮৬	ব্রজকিশোর গোস্বামী	তৃণমূল	৭২৫৬৫	৩৩.৭৬	৪৫৩৭৬	২১.১০
	৮৭	রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম	পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি	১২৯০৪৬	৫৯.৪৩	তাপস কুমার ঘোষ	তৃণমূল	৭১৪৯৫	৩২.৯৩	৫৭৫৫১	২৬.৫০
	৮৮	কৃষ্ণগঞ্জ (তফসিলি জাতি)	সুকান্ত বিশ্বাস	বিজেপি	১৩৯৮৩৮	৬০.১৫	সমীর কুমার পোদ্দার	তৃণমূল	৭৮৯৩৯	৩৩.৯৬	৬০৮৯৯	২৬.১৯

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
নদীয়া	৮৯	রানাঘাট উত্তর-পূর্ব (তফসিলি জাতি)	অসীম বিশ্বাস	বিজেপি	১২৬২৩৫	৫৯.৭১	বর্নালী দে রায়	তৃণমূল	৭৪৪৯২	৩৫.২৪	৫১৭৪৩	২৪.৪৭
	৯০	রানাঘাট দক্ষিণ (তফসিলি জাতি)	অসীম কুমার বিশ্বাস	বিজেপি	১৪০০১০	৬০.১৭	সৌগত কুমার বর্মন	তৃণমূল	৭৫৫৪৬	৩২.৪৭	৬৪৪৬৪	২৭.৭০
	৯১	চাকদহ	বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ	বিজেপি	১১৫৪৩৩	৫৪.৭৮	শুভঙ্কর সিংহ	তৃণমূল	৭৮৪৮৮	৩৭.২৫	৩৬৯৪৫	১৭.৫৩
	৯২	কল্যাণী (তফসিলি জাতি)	অনুপম বিশ্বাস	বিজেপি	১১৪৪৭৯	৫৩.১২	অতীন্দ্র নাথ মণ্ডল	তৃণমূল	৭৯৬৭৭	৩৬.৯	৩৪৭৯২৭	১৬.১৫
	৯৩	হরিণঘাটা (তফসিলি জাতি)	অসীম কুমার সরকার	বিজেপি	১০৭৯০০	৫০.৭২	রাজীব বিশ্বাস	তৃণমূল	৮৫৮৪৫	৪০.৩৫	২২০৫৫	১০.৩৭
উত্তর ২৪ পরগনা	৯৪	বাগদা (তফসিলি জাতি)	সোমা ঠাকুর	বিজেপি	১২১৩০৭	৫৫.৮৪	মধুপর্ণা ঠাকুর	তৃণমূল	৮৬৬৯১	৩৯.৯১	৩৪৬১৬	১৫.৯৩
	৯৫	বনগাঁ উত্তর (তফসিলি জাতি)	অশোক কীর্তনিয়া	বিজেপি	১১৯৩১৭	৫৬.৪৬	বিশ্বজিৎ দাস	তৃণমূল	৭৮৬৪৭	৩৭.২১	৪০৬৭০	১৯.২৫
	৯৬	বনগাঁ দক্ষিণ (তফসিলি জাতি)	স্বপন মজুমদার	বিজেপি	১১৯৩৯৯	৫৬.২৭	ঋতুপর্ণা আঢ্য	তৃণমূল	৮১৫৮৫	৩৮.৪৫	৩৭৮১৪	১৭.৮২
	৯৭	গাইঘাটা (তফসিলি জাতি)	সুব্রত ঠাকুর	বিজেপি	১২১৩২২	৫৭.৯৯	নরোত্তম বিশ্বাস	তৃণমূল	৭৩৬৩৯	৩৫.২০	৪৭৬৮৩	২২.৭৯
	১০০	হাবড়া	দেবদাস মণ্ডল	বিজেপি	১০৪৬৪৫	৫২.৬৬	জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক	তৃণমূল	৭৩১৮৩	৩৬.৮২	৩১৪৬২	১৫.৮৪
	১০১	অশোকনগর	ডাঃ সুময় হীরা	বিজেপি	৯৬৮০৭	৪৪.০৫	নারায়ণ গোস্বামী	তৃণমূল	৮৭৩৯৯	৩৯.৭৭	৯৪০৮	৪.২৮
	১০৩	বীজপুর	সুদীপ্ত দাস	বিজেপি	৭১৭৯৯	৪৯.৫৬	সুবোধ অধিকারী	তৃণমূল	৫৮৪৫৬	৪০.৩৫	১৩৩৪৩	৯.২১
	১০৪	নৈহাটি	সুমিত্র চ্যাটার্জি	বিজেপি	৭৭৪৮৪	৪৯.১৫	সনৎ দে	তৃণমূল	৬৭০৫৪	৪২.৫৩	১০৪৩০	৬.৬২
	১০৫	ভাটপাড়া	পবন সিং	বিজেপি	৬১৬৮৩	৫৮.০২	অমিত গুপ্ত	তৃণমূল	৩৮৮৭৬	৩৬.৫৭	২২৮০৭	২১.৪৫
	১০৬	জগৎদল	রাজেশ কুমার	বিজেপি	৯৪৩৫১	৫১.৫০	সোমনাথ শ্যাম ইচিনি	তৃণমূল	৭৩৪৪২	৪০.০৯	২০৯০৯	১১.৪১
	১০৭	নোয়াপাড়া	অর্জুন সিং	বিজেপি	৯৪৪১৫	৪৮.৩৭	তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য	তৃণমূল	৭৬৭৫০৯	৩৯.৩৩	১৭৬৫৬	৯.০৪
	১০৮	ব্যারাকপুর	কৌস্তভ বাগচী	বিজেপি	৭৮৪৬৬	৫০.৬৫	রাজ চক্রবর্তী	তৃণমূল	৬২৬৪৪	৪০.৪৪	১৫৮২২	১০.২১
	১০৯	খড়দহ	কল্যাণ চক্রবর্তী	বিজেপি	৯৭৭৫২	৪৯.৭৫	দেবদীপ পুরোহিত	তৃণমূল	৭৩২৬৬	৩৭.২৮	২৪৪৮৬	১২.৪৭
	১১০	দমদম উত্তর	সৌরভ শিকদার	বিজেপি	১০৩২৮৪	৪০.২৪	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য	তৃণমূল	৭৬৮৮০	৩৪.৪২	২৬৪০৪	১১.৮২
	১১১	পানিহাটি	রত্না দেবনাথ	বিজেপি	৮৭৯৭৭	৫০.২৮	তীর্থঙ্কর ঘোষ	তৃণমূল	৫৯১৪১	৩৩.৮০	২৪৪৮৬	১৬.৪৮
	১১৩	বরানগর	সজল ঘোষ	বিজেপি	৮১৭৩০	৪৮.২৬	সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল	৬৪৭৭৪	৩৮.২৫	১৬৯৫৬	১০.০১
	১১৪	দমদম	অরিজিৎ বক্সী	বিজেপি	৯৯১৮১	৫০.০৭	ব্রাত্য বসু	তৃণমূল	৭৩৯০৮	৩৭.৩১	২৫২৭৩	১২.৭৬
	১১৫	রাজারহাট নিউটাউন	পীযূষ কানোরিয়া	বিজেপি	১০৬৫৬৪	৪২.১৯	তাপস চ্যাটার্জি	তৃণমূল	১০৬২৪৮	৪২.০৭	৩১৬	০.১২
	১১৬	বিধাননগর	শারদ্বত মুখার্জি	বিজেপি	৯৭৯৭৯	৫৫.২০	সুজিত বোস	তৃণমূল	৬০৬৪৯	৩৪.১৭	৩৭৩৩০	২১.০৩
	১১৭	রাজারহাট গোপালপুর	তরুণজ্যোতি তিওয়ারি	বিজেপি	১০১২৭৭	৫১.৭৪	অদিতি মুন্সি	তৃণমূল	৭৩৫২০	৩৭.৫৬	২৭৭৫৭	১৪.১৮
	১১৯	বারাসাত	শঙ্কর চ্যাটার্জি	বিজেপি	১২২১৭১	৫১.৬৪	সব্যসাচী দত্ত	তৃণমূল	৮৭৬১৩	৩৭.০৩	৩৪৫৫৮	১৪.৬১
	১২৩	সন্দেশখালি (তফসিলি উপজাতি)	সনৎ সর্দার	বিজেপি	১০৭১৮৯	৪৯.৫৮	ঝর্না সর্দার	তৃণমূল	৮৯৬৭৯	৪১.৪৮	১৭৫১০	৮.১০
	১২৬	হিঙ্গলগঞ্জ (তফসিলি জাতি)	রেখা পাত্র	বিজেপি	১০০২০৭	৪৯.৩৯	আনন্দ সরকার	তৃণমূল	৯৪৭৮৬	৫৪.৭৭	৫৪২১	২.৬২
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১২৭	গোসাবা (তফসিলি জাতি)	বিকর্ন নস্কর	বিজেপি	১০৮৪৯২	৫১.৩৪	সুব্রত মন্ডল	তৃণমূল	৯২৩৯২	৪৩.৭২	১৬১০০	৭.৬২

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	১৩১	কাকদ্বীপ	দীপঙ্কর জানা	বিজেপি	১০৯৩৭৩	৪৭.২৯	মন্টুরাম পাখিরা	তৃণমূল	১০৪৬১৩	৪৫.২৩	৪৭৬০	২.০৬
	১৩২	সাগর	সুমন্ত মন্ডল	বিজেপি	১২৭৮০২	৪৯.৫২	বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা	তৃণমূল	১১৯৯২১	৪৬.৪৬	৭৮৮১	৩.০৬
	১৪৫	সাতগাছিয়া	অগ্নিশ্বর নস্কর	বিজেপি	১১১০২৩	৪৬.৩৮	সোমাশ্রী বেতাল	তৃণমূল	১১০৬২২	৪৬.২১	৪০১	০.১৭
	১৪৭	সোনারপুর দক্ষিণ	রূপা গঙ্গোপাধ্যায়	বিজেপি	১২৮৯৭০	৫২.৩৪	অরুন্ধতী মৈত্র	তৃণমূল	৯৩১৮৮	৩৭.৮২	৩৫৭৮২	১৪.৫২
	১৫০	যাদবপুর	শর্বরী মুখার্জি	বিজেপি	১০৬১৯৯	৪৫.৯৬	দেবব্রত মজুমদার	তৃণমূল	৭৮৪৮৩	৩৩.৯৬	২৭৭১৬	১২.০০
	১৫১	সোনারপুর উত্তর	দেবাশিষ ধর	বিজেপি	১১৯৮২৪	৪৬.৭৩	ফিরদৌসী বেগম	তৃণমূল	১১০০১৭	৪২.৯০	৯৮০৭	৩.৮৩
	১৫২	টালিগঞ্জ	পাপিয়া অধিকারী	বিজেপি	৮৮৪০৭	৪২.৯৯	অরূপ বিশ্বাস	তৃণমূল	৮২৩৯৪	৪০.০৬	৬০১৩	২.৯৩
	১৫৩	বেহালা পূর্ব	শঙ্কর শিকদার	বিজেপি	১১৫৫০২	৪৯.২২	শুভাশিস চক্রবর্তী	তৃণমূল	৯০৩৬৫	৩৮.৫০	২৫১৩৭	১০.৭২
	১৫৪	বেহালা পশ্চিম	ইন্দ্রনীল খাঁ	বিজেপি	১১৩৫০২	৪৭.৩৯	রত্না চ্যাটার্জি	তৃণমূল	৮৮৪৭২	৩৭.০৫	২৪৬৯৯	১০.৩৪
কলকাতা	১৫৯	ভবানীপুর	শুভেন্দু অধিকারী	বিজেপি	৭৩৯১৭	৫৩.০২	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল	৫৮৮১২	৪২.১৯	১৫১০৫	১০.৮৩
	১৬০	রাসবিহারী	স্বপন দাশগুপ্ত	বিজেপি	৭৪১২৩	৫৩.৩৯	দেবাশীষ কুমার	তৃণমূল	৫৩২৫৮	৩৮.৩৬	২০৮৬৫	১৫.০৩
	১৬৫	জোড়াসাঁকো	বিজয় ওঝা	বিজেপি	৫২৬৬৮	৪৯.৪৮	বিজয় উপাধ্যায়	তৃণমূল	৪৭০৭১	৪৪.০৫	৫৭৯৭	৫.৪৩
	১৬৬	শ্যামপুকুর	পূর্ণিমা চক্রবর্তী	বিজেপি	৬০২৪৮	৫১.৬০	শশী পাঁজা	তৃণমূল	৪৫৬১৫	৩৯.০৬	১৪৬৩৩	১২.৫৪
	১৬৭	মানিকতলা	তাপস রায়	বিজেপি	৭৬৩৭০	৫০.৬৭	শ্রেয়া পাণ্ডে	তৃণমূল	৬০৭২৬	৪০.২৯	১৫৬৪৪	১০.৩৮
	১৬৮	কাশীপুর-বেলগাছিয়া	রীতেশ তিওয়ারি	বিজেপি	৬৮৩৬৮	৪৫.৪১	অতীন ঘোষ	তৃণমূল	৬৬৭১৭	৪৪.৩২	১৬৫১	১.০৯
হাওড়া	১৬৯	বালি	সঞ্জয় কুমার সিং	বিজেপি	৫৭৬৩৯	৪৮.৯১	কৈলাস কুমার মিশ্র	তৃণমূল	৪৫৬৪২	৩৮.৭৩	১১৯৯৭	১০.৮১
	১৭০	হাওড়া উত্তর	উমেশ রাই	বিজেপি	৬৭৫৩৯	৫০.৭৬	গৌতম চৌধুরী	তৃণমূল	৫৬২৮৯	৪২.৩০	১১২৫০	৮.৪৬
	১৭২	শিবপুর	রুদ্রনীল ঘোষ	বিজেপি	৮৯৬১৫	৪৯.৪২	রানা চট্টোপাধ্যায়	তৃণমূল	৭৩৫৫৭	৪০.৫৭	১৬০৫৮	৮.৮৫
	১৭৭	উলুবেড়িয়া উত্তর (তফসিলি জাতি)	চিরন বেরা	বিজেপি	৯৩৩২০	৪৫.৮৭	বিমল কুমার দাস	তৃণমূল	৮৯১৪৩	৪৩.৮১	৪১৭৭	২.০৬
	১৭৯	শ্যামপুর	হিরণ চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি	১২৫৬৫১	৫১.৩৬	নদেবাসী জানা	তৃণমূল	১০৩৩৯১	৪২.২৬	২২২৬০	৯.১০
	১৮১	আমতা	অমিত সামন্ত	বিজেপি	১০৪৬৪৯	৪৪.১৬	সুকান্ত কুমার পাল	তৃণমূল	১০০১৯৫	৪২.২৮	৪৪৫৪	১.৮৮
	১৮৩	জগৎবল্লভপুর	অনুপম ঘোষ	বিজেপি	১১৫৬০৮	৪৫.৭৮	সুবীর চট্টোপাধ্যায়	তৃণমূল	১০৮৯৩৭	৪৩.১৪	৬৬৭১	২.৬৪
হুগলি	১৮৫	উত্তরপাড়া	দীপাঞ্জন চক্রবর্তী	বিজেপি	৮০৬১২	৩৯.২৪	শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল	৭০১৯৭	৩৪.১৭	১০৪১৫	৫.১৭
	১৮৬	শ্রীরামপুর	ভাস্কর ভট্টাচার্য	বিজেপি	৮৫৬৪৪	৪৫.৯৭	তন্ময় ঘোষ	তৃণমূল	৭৬৯৫৯	৪১.৩১	৮৬৮৫	৪.৬৬
	১৮৭	চাঁপদানি	দিলীপ সিং	বিজেপি	৯৩৭০৪	৪৫.৮৪	অরিন্দম গুইন	তৃণমূল	৯০৬৭৮	৪৪.৩৬	৩০২৬	১.৪৮
	১৮৮	সিঙ্গুর	অরূপ কুমার দাস	বিজেপি	১১৩০০৮	৫০.৭৭	বেচারাম মান্না	তৃণমূল	৯১৫৭০	৪১.১৪	২১৪৩৮	৯.৬৩
	১৮৯	চন্দননগর	দীপাঞ্জন কুমার গুহ	বিজেপি	৮৬২৭৩	৪৬.১৬	ইন্দ্রনীল সেন	তৃণমূল	৭২৮৩২	৩৮.৯৭	১৩৪৪১	৭.১৯
	১৯০	চুঁচুড়া	সুবীর নাগ	বিজেপি	১৩৭৭০৪	৫৩.৯৬	দেবাংশু ভট্টাচার্য	তৃণমূল	৯৪২৬৯	৩৬.৯৪	৪৩৪৩৫	১৭.০২
	১৯১	বলাগড় (তফসিলি জাতি)	সুমনা সরকার	বিজেপি	১২৫৬২৪	৫৫.৫৮	রঞ্জন ধারা	তৃণমূল	৮৩৭১০	৩৭.০৩	৪১৯১৪	১৮.৫৫
	১৯২	পাণ্ডুয়া	তুষার কুমার মজুমদার	বিজেপি	১০১৩৪৯	৪৩.৩৬	সমীর চক্রবর্তী	তৃণমূল	৯৬১২১	৪১.১৩	৫২২৮	২.২৩
	১৯৩	সপ্তগ্রাম	স্বরাজ ঘোষ	বিজেপি	১০২৪১৪	৫২.১০	বিদেশ রঞ্জন বোস	তৃণমূল	৭৯১২৫	৪০.২৫	২৩২৮৯	১১.৮৫
	১৯৫	জঙ্গিপাড়া	প্রসেনজিত বাগ	বিজেপি	১০২৪০৯	৪৪.০৯	স্নেহাশিস চক্রবর্তী	তৃণমূল	১০১৪৫৭	৪৩.৭২	৮৬২	০.৩৭
	১৯৬	হরিপাল	মধুমিতা ঘোষ	বিজেপি	১১৩৩৩২	৪৬.০৭	করবী মান্না	তৃণমূল	১০৯৮৪৪	৪৪.৬৫	৩৪৮৮	১.৪২

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
হুগলি	১৯৮	তারকেশ্বর	সন্তু পান	বিজেপি	১১৬৯০১	৫২.৭৬	রামেন্দু সিনহা রায়	তৃণমূল	৮৫৯০২	৩৮.৭৭	৩০৯৯৯	১৩.৯৯
	১৯৯	পুরশুড়া	বিমান ঘোষ	বিজেপি	১৩৮৮২১	৫৭.৬২	পার্থ হাজারি	তৃণমূল	৮৫৩৬৮	৩৫.৪৩	৫৩৪৫৩	২২.১৯
	২০০	আরামবাগ (তফসিলি জাতি)	হেমন্ত বাগ	বিজেপি	১২৩০০০	৫২.১৫	মিতা বাগ	তৃণমূল	৯৪০৪১	৩৯.৮৭	২৮৯৫৯	১২.২৮
	২০১	গোঘাট (তফসিলি জাতি)	প্রশান্ত দিগার	বিজেপি	১৩৪৪৯৮	৫৭.৩৯	নির্মল মাজি	তৃণমূল	৮৪৯১৬	৩৬.২৯	৪৯৫৮২	২১.১৫
	২০২	খানাকুল	সুশান্ত ঘোষ	বিজেপি	১২৬৭২৯	৫৩.৪৪	পলাশ কুমার রায়	তৃণমূল	৯২২৪৬	৩৮.০৯	৩৪৪৮৩	১৪.৫৪
পূর্ব মেদিনীপুর	২০৩	তমলুক	হরে কৃষ্ণ বেরা	বিজেপি	১৩৬৫৬৬	৫৩.১৫	দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়	তৃণমূল	১০১৮৩৭	৩৯.৬৪	৩৪৭২৯	১৩.৫১
	২০৪	পাঁশকুড়া পূর্ব	সুব্রত মাইতি	বিজেপি	১০৯২৬৪	৫৯.৫০	অসীম কুমার মাঝি	তৃণমূল	৯১৩৬১	৪১.৩৯	১৭৯০৩	৮.১১
	২০৫	পাঁশকুড়া পশ্চিম	সিন্টু সেনাপতি	বিজেপি	১৩৭৯১৯	৫৩.৩৭	সিরাজ খান	তৃণমূল	১০৫৩৫২	৪০.৭৭	৩২৫৬৭	১২.৬০
	২০৬	ময়না	অশোক দিন্দা	বিজেপি	১২৭১৬৬	৫১.৬২	চন্দন মন্ডল	তৃণমূল	১১০৯২৫	৪৫.০৩	১৬২৪১	৬.৫৯
	২০৭	নন্দকুমার	নির্মল খাঁড়া	বিজেপি	১৩১৪৭৬	৫২.৭৩	সুকুমার দে	তৃণমূল	১০০৮৭৩	৪০.৪৬	৩০৬০৩	১২.২৭
	২০৮	মহিষাদল	সুভাষ চন্দ্র পাঁজা	বিজেপি	১২১৫৮৪	৫১.০৫	তিলক কুমার চক্রবর্তী	তৃণমূল	৯৫৩৪৬	৪০.০৩	২৬২৩৮	১১.০২
	২০৯	হলদিয়া (তফসিলি জাতি)	প্রদীপ কুমার বিজালী	বিজেপি	১৩২১৮৩	৫৫.২০	তাপসী মন্ডল	তৃণমূল	৮৩১২১	৩৪.৭১	৪৯০৬২	২০.৪৯
	২১০	নন্দীগ্রাম	শুভেন্দু অধিকারী	বিজেপি	১২৭৩০১	৫৫.৩৭	পবিত্র কর	তৃণমূল	১১৭৬৩৬	৪৬.৫৫	৯৬৬৫	৩.৮২
	২১১	চণ্ডীপুর	পিযুষ কান্তি দাস	বিজেপি	১২৬০৪৭	৫২.০৯	উত্তম বারিক	তৃণমূল	১০৫৭৭৭	৪৩.৭২	২০২৭০	৮.৩৭
	২১২	পটাশপুর	তপন মাইতি	বিজেপি	১১৬৫৮৯	৫০.২৪	পিযুষ কান্তি পন্ডা	তৃণমূল	১০৭৫৩৮	৪৬.৩৪	৯০৫১	৩.৯০
	২১৩	কাঁথি উত্তর	সুমিতা সিনহা	বিজেপি	১৩০০৮৮	৫২.১৬	দেবাশিষ ভুঁইয়া	তৃণমূল	১১০০৩৩	৪৪.১২	২০০৫৫	৮.০৪
	২১৪	ভগবানপুর	শান্তনু প্রামাণিক	বিজেপি	১৩০৫৮৬	৫২.৭৩	মানব কুমার পাড়ুয়া	তৃণমূল	১০৯৭০৮	৪৪.৩০	২০৮৭৮	৮.৪০
	২১৫	খেজুরি (তফসিলি জাতি)	সুব্রত পাইক	বিজেপি	১২৯৮৭৫	৫৪.৯৬	রবীন চন্দ্র মন্ডল	তৃণমূল	৯৭১৮৫	৪১.১২	৩২৬৯০	১৩.৮৪
	২১৬	কাঁথি দক্ষিণ	অরূপ কুমার দাস	বিজেপি	১১৮২১৯	৫৫.৫৪	তরুণ কুমার জানা	তৃণমূল	৮৬৭৪৭	৪০.৭৬	৩১৪৭২	১৪.৭৮
	২১৭	রামনগর	চন্দ্র শেখর মন্ডল	বিজেপি	১৩১৮০৮	৫৩.৮৩	অখিল গিরি	তৃণমূল	১০৪৮৬৯	৪২.৮৩	২৬৯৩৯	১১.০০
	২১৮	এগরা	দিব্যেন্দু অধিকারী	বিজেপি	১৪২৬৭০	৫২.৯৬	তরুণ কুমার মাইতি	তৃণমূল	১১৬৯৭৮	৪৩.৪৩	২৫৬৯২	৯.৫৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	২১৯	দাঁতন	অজিত কুমার জানা	বিজেপি	১১০২৫৯	৫০.৪৯	মাণিক মাইতি	তৃণমূল	৯৯৮৮৩	৪৫.৭৪	১০৩৭৬	৪.৭৫
ঝাড়গ্রাম	২২০	নয়াগ্রাম (তফসিলি উপজাতি)	অমিয় কিস্কু	বিজেপি	১০০৮৫৭	৪৮.৫৬	দুলাল মুর্মু	তৃণমূল	৯৪৪৪৩৩	৪৫.৪৬	৬৪২৪	৩.১০
	২২১	গোপীবল্লভপুর	রাজেশ মাহাতো	বিজেপি	১১৪৬৮৩	৫৩.৭৫	অজিত মাহাতো	তৃণমূল	৮৮০০৮	৪১.২৪	২৬৬৭৫	১১.৫১
	২২২	ঝাড়গ্রাম	লক্ষ্মী কান্ত সাউ	বিজেপি	১২০৮৭৭	৫৪.৭১	মঙ্গল সোরেন	তৃণমূল	৮২৭৩০	৩৭.৪৪	৩৮১৪৭	১৭.২৭
পশ্চিম মেদিনীপুর	২২৩	কেশিয়ারি (তফসিলি উপজাতি)	ভদ্রা হেমব্রম	বিজেপি	১১৩৭১৩	৫০.৮০	রামজীবন মান্ডি	তৃণমূল	৯৭৮২৬	৪৩.৭০	১৫৮৮৭	৭.১০
	২২৪	খড়গপুর সদর	দিলীপ ঘোষ	বিজেপি	৮৯৮৮৫	৫৫.৬০	প্রদীপ সরকার	তৃণমূল	৫৯৩৭৯	৩৬.৭৩	৩০৫০৬	১৮.৮৭
	২২৫	নারায়ণগড়	রামপ্রসাদ গিরি	বিজেপি	১১৬০৫০	৫১.২৫	প্রতিভা মাইতি	তৃণমূল	৯৫৬৮৩	৪২.৪২	২০৩৬৭	৮.৮৩
	২২৬	সবং	অমল কুমার পন্ডা	বিজেপি	১২৭৭৮৩	৪৯.৬৬	মানস ভুঁইয়া	তৃণমূল	১১৬৬৪৮	৪৫.৩৩	১১১৩৬	৪.৩৩
	২২৭	পিংলা	স্বাগতা মান্না	বিজেপি	১২৪১৮৯	৫১.১৬	অজিত মাইতি	তৃণমূল	১০৫৭০৯	৪৩.৫৫	১৮৪৮০	৭.৬১
	২২৯	ডেবরা	শুভাশিষ ওম	বিজেপি	১১৪৪৬৩	৫২.৬৭	রাজীব ব্যানার্জি	তৃণমূল	৮৫৬৬২	৩৯.৪২	২৮৮০১	১৩.২৫

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
পশ্চিম মেদিনীপুর	২৩০	দাসপুর	তপন কুমার দত্ত	বিজেপি	১৩৩০৭১	৫২.৮০	আষীষ হুদাইত	তৃণমূল	১০০৯৩৭	৪০.০৫	৩২১৩৪	১২.৭৫
	২৩১	ঘাটাল	শীতল কপাট	বিজেপি	১৩১৫৫০	৫৪.৩৫	শ্যামলী সরদার	তৃণমূল	৯৩৮৯৩	৩৮.৭৯	৩৭৬৫৭	১৫.৫৬
	২৩২	চন্দ্রকোণা (তফসিলি জাতি)	সুকান্ত দোলুই	বিজেপি	১৪০৫১৭	৫৩.০৯	সূর্য কান্ত দোলুই	তৃণমূল	১০৭০৩৬	৪০.৪৪	৩৩৪৮১	১২.৬৫
	২৩৩	গড়বেতা	প্রদীপ লোধা	বিজেপি	১১৩৭৫২	৫১.২৩	উত্তরা সিংহ	তৃণমূল	৮৭২৫৭	৩৯.৪২	২৬২২৫	১১.৮১
	২৩৪	শালবনী	বিমান মাহাতো	বিজেপি	১৩২৮৫৬	৪৯.৮৬	শ্রীকান্ত মাহাতো	তৃণমূল	১১৭৬১৩	৪৪.১৪	১৫২৪৩	৫.৭২
	২৩৬	মেদিনীপুর	শঙ্কর কুমার গুছাইত	বিজেপি	১৩৩০৪১	৫৪.৫১	সুজয় হাজরা	তৃণমূল	৯৪২৯৪	৩৮.৬৩	৩৮৭৪৭	১৫.৮৮
ঝাড়গ্রাম	২৩৭	বিনপুর	প্রণত টুডু	বিজেপি	১০৭২৩৮	৫১.৫৪	বীরবাহা হাঁসদা	তৃণমূল	৮৪২৬১	৪০.৪৯	২২৯৭৭	১১.০৫
পুরুলিয়া	২৩৮	বান্দোয়ান	লবসেন বাস্কে	বিজেপি	১৩৪০৮০	৫০.৩৭	রাজীব লোচন সোরেন	তৃণমূল	১০৪৫০৩	৩৯.২৬	২৯৫৭৭	১১.১১
	২৩৯	বলরামপুর	জলধর মাহাতো	বিজেপি	১১৮৪২১	৫৩.৮৪	শান্তি রাম মাহাতো	তৃণমূল	৮৩৩৭০	৩৭.৯০	৩৫০৫১	১৫.৯৪
	২৪০	বাঘমুণ্ডি	রহিদাস মাহাতো	বিজেপি	১১২৬৬৩	৪৮.৯৫	সুশান্ত মাহাতো	তৃণমূল	৭১৮৪৬	৩১.২২	৪০৮১৭	১৭.৭৩
	২৪১	জয়পুর	বিশ্বজিত মাহাতো	বিজেপি	১০৪৬৬৮	৪৪.৮৮	অর্জুন মাহাতো	তৃণমূল	৮২৪৫০	৩৫.৩৬	২২২১৮	৯.৫২
	২৪২	পুরুলিয়া	সন্দীপ কুমার মুখার্জি	বিজেপি	১২৮৪৫৪	৫৫.৬৯	সুজয় ব্যানার্জি	তৃণমূল	৭৯২০১	৩৪.৩৪	৪৯২৫৩	২১.৩৫
	২৪৩	মানবাজার	ময়না মুর্মু	বিজেপি	১২০৪৮৭	৫০.৯৫	সন্ধ্যা রাণী টুডু	তৃণমূল	৯৩২০৪	৩৯.৪২	২৭২৮৩	১১.৫৩
	২৪৪	কাশীপুর	কমলাকান্ত হাঁসদা	বিজেপি	১০৬৫৭১	৫০.২৮	স্বপন কুমার বেলথারিয়া	তৃণমূল	৮৫২৯৫	৪০.২৪	২১২৭৬	১০.০৪
	২৪৫	পারা	নদীয়ার চাঁদ বাউরি	বিজেপি	১১৩৪৮৮	৫২.৫৫	মানিক চন্দ্র বাউরি	তৃণমূল	৭৯৭৬৭	৩৬.৯৪	৩৩৭২১	১৫.৬১
	২৪৬	রঘুনাথপুর	মামনি বাউরি	বিজেপি	১২৭৬২৮	৫৪.৪৪	হাজারি বাউরি	তৃণমূল	৮৩৫৬৯	৩৫.৬৫	৪৪০৫৯	১৬.৯০
বাঁকুড়া	২৪৭	শালতোড়া	চন্দনা বাউড়ি	বিজেপি	১১৫১৮০	৫২.৭২	উত্তম বাউড়ি	তৃণমূল	৮৩০৪৫	৩৮.০১	৩২১৩৫	১৪.৭১
	২৪৮	ছাতনা	সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	বিজেপি	১২৫৯৭২	৫৬.৭৬	স্বপন কুমার মন্ডল	তৃণমূল	৭৮৭৯৮	৩৫.৫০	৪৭১৭৪	২১.২৬
	২৪৯	রানিবাঁধ	ক্ষুদিরাম টুডু	বিজেপি	১৩১১৪৫	৫৫.৩৮	তনুশ্রী হাঁসদা	তৃণমূল	৭৮৮৭৬	৩৩.৩১	৫২২৬৯	২২.০৭
	২৫০	রাইপুর	ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা	বিজেপি	১১১৪৪৩	৫৩.০১	ঠাকুর মনি সোরেন	তৃণমূল	৮২৭০১	৩৯.৩৪	২৮৭৪২	১৩.৬৭
	২৫১	তালড্যাংরা	সৌভিক পাত্র	বিজেপি	১২৪৫৩৭	৫৬.৬২	ফাল্গুনি সিংহবাবু	তৃণমূল	৭৪৪৬৪	৩৩.৮৬	৫০০৭৩	২২.৭৬
	২৫২	বাঁকুড়া	নীলাদ্রি শেখর দানা	বিজেপি	১৩৬৯৯২	৫৭.২৪	অনুপ মন্ডল	তৃণমূল	৮২৮১৫	৩৪.৬০	৫০০৭৩	২২.৭৬
	২৫৩	বড়জোড়া	বিলেশ্বর সিনহা	বিজেপি	১২৫৪১৯	৫৩.২৯	গৌতম মিশ্র	তৃণমূল	৮৪১০৯	৩৫.৭৪	৪১৩১০	১৭.৫৫
	২৫৪	ওন্দা	অমরনাথ শাখা	বিজেপি	১২৮২৯৬	৫২.০৯	সুব্রত দত্ত	তৃণমূল	৯৬৫৭৩	৩৯.২১	৩১৭২৩	১২.৮৮
	২৫৫	বিষ্ণুপুর	শুক্লা চ্যাটার্জি	বিজেপি	১১১০৮২	৫৩.৫৪	তন্ময় ঘোষ	তৃণমূল	৮০৪৭৭	৩৮.৭৯	৩০৬০৫	১৪.৭৫
	২৫৬	কোতুলপুর	লক্ষ্মী কান্ত মজুমদার	বিজেপি	১২৬২৪১	৫২.৫৫	হরকালী প্রতিহার	তৃণমূল	৯১৮৭৪	৩৮.২৪	৩৪৩৬৭	১৪.৩১
	২৫৭	ইন্দাস	নির্মল কুমার ধারা	বিজেপি	১০৮৭৩৩	৪৬.৭৯	শ্যামলী রায় বাগদি	তৃণমূল	১০৭৮৩৩	৪৬.৪০	৯০০	০.৩৯
	২৫৮	সোনামুখী	দিবাকর ঘরামি	বিজেপি	১১৫৫৪৯	৫২.০৮	কল্লোল সাহা	তৃণমূল	৮৬১৩৯	৩৮.৮৩	২৯৪১০	১৩.২৫
পূর্ব বর্ধমান	২৬০	বর্ধমান দক্ষিণ	মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র	বিজেপি	১০৭৭৫৪	৫২.০১	খোকন দাস	তৃণমূল	৭৭২৮৪	৩৭.৭৩	৩০৪৭০	১৪.৮৮
	২৬১	রায়না	সুভাষ পাত্র	বিজেপি	১০৩৪৮৭	৪৪.৩৭	মন্দিরা দোলুই	তৃণমূল	১০২৬৫৩	৪৪.০১	৮৩৪	০.৩৬
	২৬২	জামালপুর	অরুণ হালদার	বিজেপি	৯৯৯৩৬	৪৬.৫৩	ভূতনাথ মল্লিক	তৃণমূল	৮৮৭৫৮	৪১.৩৩	১১১৭৮	৫.২০
	২৬৩	মন্তেশ্বর	সৈকত পাঁজা	বিজেপি	৯৬৫৫৯	৪৭.২৯	সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী	তৃণমূল	৮১৭৬১	৪০.০৫	১৪৭৯৮	৭.২৪

	নির্বাচনী কেন্দ্র		নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী				নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী				জয়ের ব্যবধান	ভোটের শতাংশ (%)
জেলার নাম	নং	কেন্দ্রের নাম	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)	প্রার্থীর নাম	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ (%)		
পূর্ব বর্ধমান	২৬৪	কালনা	সিদ্ধার্থ মজুমদার	বিজেপি	১১০৭৯০	৫১.৯৬	দেবপ্রসাদ বাগ	তৃণমূল	৮২১৬০	৩৮.৫৩	২৮৬৩০	১৩.৪৩
	২৬৫	মেমারি	মানব গুহ	বিজেপি	১০৬৪২৮	৪৬.৭৮	রাসবিহারী হালদার	তৃণমূল	৯৯৩২২	৪৩.৬৬	৭১০৬	৩.১২
	২৬৭	ভাতার	সৌমেন কার্ফা	বিজেপি	৯৮৮২০	৪৬.০৩	শান্তনু কোনার	তৃণমূল	৯২২৯২	৪২.৯৯	৬৫২৮	৩.০৪
	২৬৮	পূর্বস্থলী দক্ষিণ	প্রাণকৃষ্ণ তপাদার	বিজেপি	১১১০০৪	৫০.৪৪	স্বপন দেবনাথ	তৃণমূল	৯৪৩৪২	৪২.৮৭	১৬৬৬২	৭.৫৭
	২৬৯	পূর্বস্থলী উত্তর	গোপাল চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি	১১১৩৭৯	৫৯.৫৩	বসুন্ধরা গোস্বামী	তৃণমূল	৮১১৫৩	৩৬.০৯	৩০২২৬	১৩.৪৪
	২৭০	কাটোয়া	কৃষ্ণ ঘোষ	বিজেপি	১২২০২০	৫০.৯৪	রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি	তৃণমূল	৮৬৯৫৪	৩৬.৩০	৩৫০৬৬	১৪.৬৪
	২৭১	কেতুগ্রাম	অনাদি ঘোষ	বিজেপি	১১১১০৪	৫০.৬৯	শেখ শাহনওয়াজ	তৃণমূল	৮৩৪৯৪	৩৮.০৯	২৭৬১০	১২.৬০
	২৭২	মঙ্গলকোট	শিশির ঘোষ	বিজেপি	১০৪০২০	৪৭.৪৪	অপূর্ব চৌধুরী	তৃণমূল	৯১২৯৭	৪১.৬৪	১২৭২৩	৫.৮০
	২৭৩	আউশগ্রাম	কলিতা মাঝি	বিজেপি	১০৭৬৯২	৪৭.৬৮	শ্যামাপ্রসন্ন লোহার	তৃণমূল	৯৫১৫৭	৪২.১৩	১২৫৩৫	৫.৫৫
	২৭৪	গলসি	রাজু পাত্র	বিজেপি	১১০৬৪০	৪৭.৬২	অলোক কুমার মাঝি	তৃণমূল	১০০১৪৬	৪৩.১০	১০৪৯৪	৪.৫২
পশ্চিম বর্ধমান	২৭৫	পাণ্ডবেশ্বর	জিতেন্দ্র তেওয়ারি	বিজেপি	৮০৫০১	৪৬.০৮	নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	তৃণমূল	৭৯১০৩	৪৫.২৮	১৩৯৮	০.৮০
	২৭৬	দুর্গাপুর পূর্ব	চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি	বিজেপি	১০৮৮৮৮	৫০.৬৯	প্রদীপ মজুমদার	তৃণমূল	৭৭৯৫৪	৩৬.২৯	৩০৯৩৪	১৪.৪০
	২৭৭	দুর্গাপুর পশ্চিম	লক্ষণ চন্দ্র ঘোড়ুই	বিজেপি	১১৪৭২৯	৫২.৯৩	কবি দত্ত	তৃণমূল	৭৭১৩১	৩৫.৫৮	৩৭৫৯৮	১৭.৩৫
	২৭৮	রানীগঞ্জ	পার্থ ঘোষ	বিজেপি	৯৭৪১৬	৪৯.৫৮	কালোবরণ মন্ডল	তৃণমূল	৭৯৬৩০	৪০.৫৩	১৭৭৮৬	৯.০৫
	২৭৯	জামুরিয়া	বিজন মুখ্যার্জি	বিজেপি	৯০১৫০	৪৯.৬৪	হরেরাম সিং	তৃণমূল	৬৭৬৩৬	৩৭.২৫	২২৫১৪	১২.৩৯
	২৮০	আসানসোল দক্ষিণ	অগ্নিমিত্রা পাল	বিজেপি	১১৯৫৮২	৫৫.৪২	তাপস ব্যানার্জি	তৃণমূল	৭৮৭৪৩	৩৬.৪৯	৪০৮৩৯	১৮.৯৩
	২৮১	আসানসোল উত্তর	কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি	বিজেপি	১০৪৫১৬	৪৯.৬৩	মলয় ঘটক	তৃণমূল	৯২৯০১	৪৪.১১	১১৬১৫	৫.৫২
	২৮২	কুলটি	অজয় কুমার পোদ্দার	বিজেপি	১০৩৫৭০	৫৪.৪৪	অভিজিৎ ঘটক	তৃণমূল	৭৭০৭২	৪০.৫১	২৬৪৯৮	১৩.৯৩
	২৮৩	বরাবনি	অরিজিৎ রায়	বিজেপি	৯১৭৭৭	৪৯.৫৪	বিধান উপাধ্যায়	তৃণমূল	৮০০৫৫	৪৩.২১	১১৭২২	৬.৩৩
বীরভূম	২৮৪	দুবরাজপুর	অনুপ কুমার সাহা	বিজেপি	১১৭৪৩৭	৫৩.৩৩	নরেশচন্দ্র বারুই	তৃণমূল	৮৯৭৯০	৪০.৭৮	২৭৬৪৭	১২.৫৫
	২৮৫	সিউড়ি	জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়	বিজেপি	১২৪২৪৩	৫২.০৯	উজ্জ্বল চ্যাটার্জি	তৃণমূল	৯৫৫৫৭	৪০.০৭	২৮৬৮৬	১২.০২
	২৮৮	লাভপুর	দেবাশীষ লাহা	বিজেপি	১০৬৪০২	৪৭.৭১	অভিজিৎ সিনহা	তৃণমূল	১০২৮৫২	৪৬.১২	৩৫৫০	১.৫৯
	২৮৯	সাঁইথিয়া	কৃষ্ণকান্ত সাহা	বিজেপি	১১৫০৫৪	৪৭.৭১	নীলাবতী সাহা	তৃণমূল	১০৪৭৪৮	৪৩.৪৩	১০৩০৬	৪.২৮
	২৯০	ময়ূরেশ্বর	দুধ কুমার মন্ডল	বিজেপি	১০৭০৫৬	৫০.১৫	অভিজিৎ রায়	তৃণমূল	৮৬০৫৪	৪০.৩১	২১০০২	৯.৮৪
	২৯১	রামপুরহাট	ধ্রুব সাহা	বিজেপি	১১১৯২০	৪৭.৮৯	আশিস ব্যানার্জি	তৃণমূল	৮৭৬৮৭	৩৭.৫২	২৪২৩৩	১০.৩৭

বিদ্রঃ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং উপরের নির্বাচনী কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফলে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল ধরা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ (৯ মে ২০২৬ - ১৬ মে ২০২৬)

- পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় TMC নেতা সুজিত বসুকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সাউথের DC শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জমি দখল ও অর্থপাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- অবসরের পর পরিষেবা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অভিযোগের জেরে শান্তনু সিনহার চাকরি বাতিল করা হয়েছে।
- প্রেসিডেন্সি জেলে আকস্মিক তল্লাশিতে ২৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে এবং দুই কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদ থেকে প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে নিয়োগকে রাজনীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- মুর্শিদাবাদ পুলিশ একটি চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।
- নবগ্রামে ২০২৩ সালের মেহবুবা শেখ হত্যা মামলায় মহম্মদ আয়নাথ তুল্লাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- ইউনুস খানকে গ্রেফতার করে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।
- মুর্শিদাবাদ পুলিশ পৃথক অপরাধমূলক মামলায় আরও দুই TMC নেতাকে গ্রেফতার করেছে।
- কাটোয়া GRPS, RPF কর্মীদের ওপর পাথর নিক্ষেপ মামলায় TMC কাউন্সিলর সুফল রাজোয়ার-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।
- RG Kar কাণ্ডে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়ালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
- RG Kar মামলায় IPS অফিসার অভিষেক গুপ্তকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
- তদন্তে গাফিলতি ও ভুক্তভোগীর পরিবারকে প্রভাবিত করার অভিযোগে IPS অফিসার ইন্দিরা মুখার্জিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
- RG Kar তদন্তে প্রক্রিয়াগত অনিয়মের অভিযোগে FIR দায়ের করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ (৯ মে ২০২৬ - ১৬ মে ২০২৬)

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলুদ-সাদা মান অনুযায়ী রাস্তার ব্যারিকেড ও নাগরিক পরিকাঠামোর রং করার কাজ শুরু হয়েছে, পূর্বের নীল-সাদা রঙের পরিবর্তে।
- প্রশাসনিক পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বোর্ড, PSU ও অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর ও চেয়ারপার্সনদের মেয়াদ শেষ করা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের IAS ও IPS অফিসারদের নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বাধা দূর করার নির্দেশ জারি হয়েছে।
- শিক্ষক নিয়োগ, পুরসভা ও সমবায় দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে CBI-কে অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার।
- নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩২১ জন ভুক্তভোগীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে।
- "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা" ঘোষণা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১ জুন ২০২৬ থেকে মহিলাদের মাসিক ₹৩০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।
- ১ জুন ২০২৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস যাত্রা চালু করা হবে।
- বার্ধক্যভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা ₹১০০০ থেকে বাড়িয়ে ₹২০০০ করা হয়েছে, যা ১ জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।
- আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন PM Jan Arogya Yojana, PM Shri, PM Fasal Bima Yojana, PM Vishwakarma ও Beti Bachao Beti Padhao পশ্চিমবঙ্গে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- আলু, খাদ্যশস্য, সবজি ও প্রস্তুতজাত পণ্যের আন্তঃরাজ্য পরিবহণে থাকা নিষেধাজ্ঞা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে।
- কৃষকদের স্বার্থে, বাজার সম্প্রসারণ ও কৃষি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলু রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- আলু চাষি, ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক ও কোল্ড স্টোরেজ মালিকদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে আলোচনা শুরু হয়েছে।
- আলু চাষিদের সরবরাহ ব্যবস্থা ও বিপণন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য পর্যালোচনাধীন রয়েছে।
- ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দ্রুত বেড়া নির্মাণের জন্য BSF-কে জমি হস্তান্তরের কাজ ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ (৯ মে ২০২৬ - ১৬ মে ২০২৬)

- স্কুলে "বন্দে মাতরম" বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- ২০১১ সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত জাতি শংসাপত্র পুনরায় যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- রেল মন্ত্রক নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রেললাইন প্রকল্প অনুমোদন করেছে।
- রেল মন্ত্রক খড়্গপুর হয়ে সাঁতরাগাছি-জয়পুর রেল সংযোগ প্রকল্প অনুমোদন করেছে।
- রেল মন্ত্রক শালবনী-আদ্রা তৃতীয় লাইন প্রকল্প অনুমোদন করেছে।
- গরু, বাছুর, বলদ ও মহিষের অবৈধ জবাই রোধে কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে।
- অবৈধ কারখানা ও বেআইনি নির্মাণে স্থায়ী বিদ্যুৎ ও জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারি কর্মীদের সকাল ১০:১৫-র মধ্যে অফিসে উপস্থিতি ও বিকেল ৫:১৫-র আগে অফিস না ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া রাস্তার ওপর প্রকাশ্য নামাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Telecom Rules 2024 কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- দীর্ঘ বিরতির পর পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৪ জুন ২০২৬ WBCS Executive পরীক্ষা নেওয়ার ঘোষণা করেছে।
- সরকার জানিয়েছে, WBCS পরীক্ষা পুনরায় চালু হওয়া স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও সময়বদ্ধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সূচনা।
- রাজনৈতিকভাবে মদতপুষ্ট সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, বেআইনি নেটওয়ার্ক ও সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।
- দীর্ঘদিন আটকে থাকা অবকাঠামো প্রকল্প যেমন চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পুদুচেরি-তে ঐতিহাসিক জয়ের জন্য নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতর থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা।

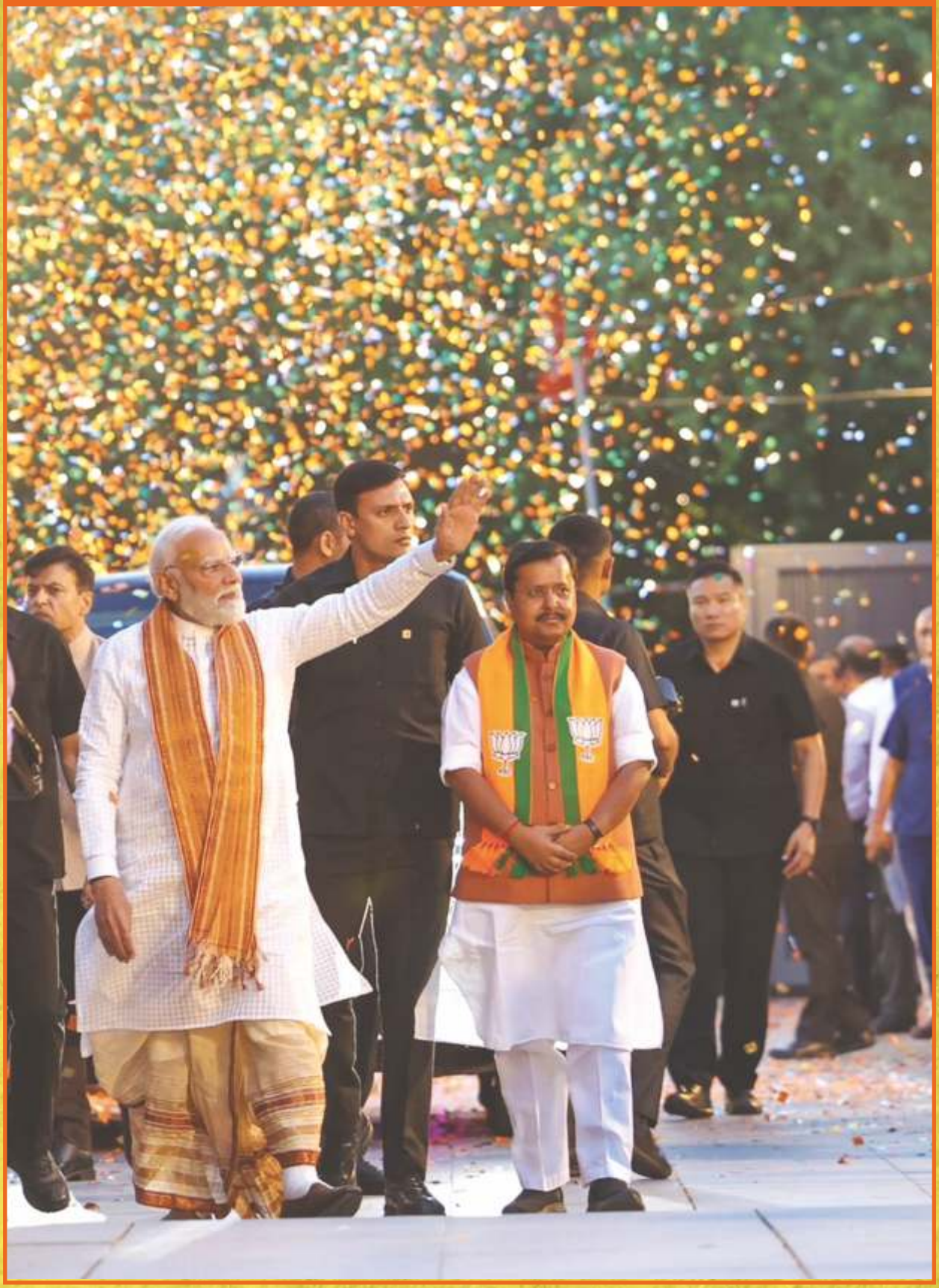

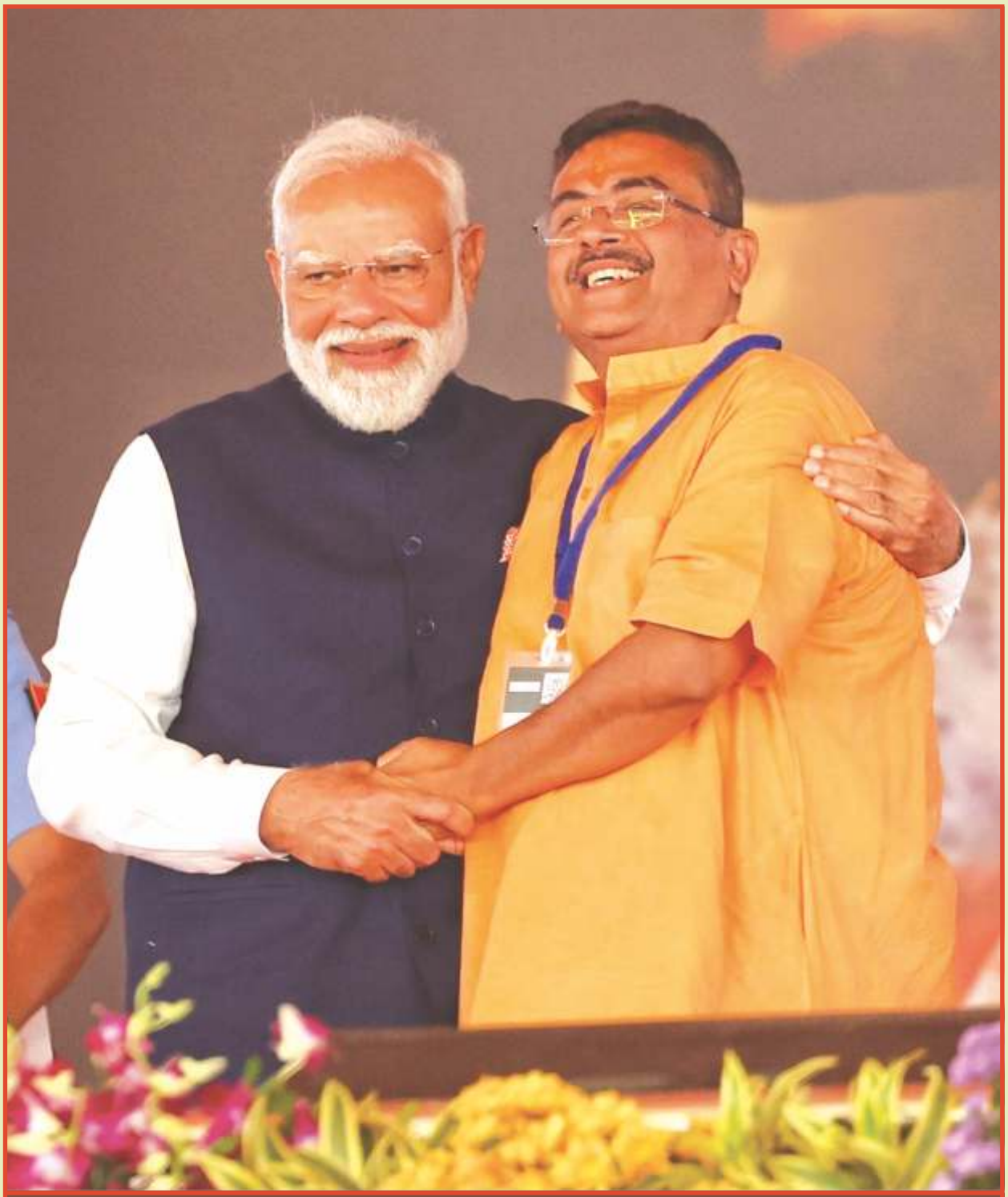

প্রধানমন্ত্রীর স্নেহবন্ধনে রাজ্যে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং অঙ্কিত প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।